



দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পূজো দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। মা কালীর কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন নাড্ডা ...
বিস্তারিত পাতা ৩



রাজ্যে বিরোধী ও শাসক দলের রাজনৈতিক সাংঘাত যেনো কিছুতেই থামছে না। আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকের এলাকার বিজেপি কর্মী হরিশ চন্দ্র দাসের উপর আক্রমণ।...
বিস্তারিত পাতা ৫



আত্মরাইটিসের ব্যথা থেকে মুক্তি লাভের উপায় জানতে এই লেখাটি পড়ুন, অথবা নিটকবর্তী সঠিক চিকিৎসকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে পরামর্শ করুন। ...
বিস্তারিত পাতা ৬



ডার্বি জয়ের হ্যাংওডারের মধ্যেই সপরিবারে কলকাতায় হোসে আন্তোনিও পার্দো লুকাস। ডার্বি জয়ের পরদিনই মশালের আঁচ বাডল লাল-হলুদের! ...
বিস্তারিত পাতা ৮

বনবাসী শব্দ আমরা মানি না, গ্রহণযোগ্য নয় ঃ রাহুল



ওয়াশ, ১৩ আগস্ট ঃ ‘‘বনবাসী’’ শব্দ আমরা মানি না, এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রবিবার কেরলের ওয়ানাডে এক জনসমাবেশে রাহুল গান্ধী বলেছেন, আপনাদের (আদিবাসীদের) সীমাবদ্ধ করা এবং শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত নয়। সমগ্র ধরিত্রী আপনার জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। এটি একটি ধারণা এবং আরেকটি ধারণা রয়েছে যা ‘‘বনবাসী’’ শব্দটি ব্যবহার করে। রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমরা বলি আদিবাসী এবং অপরপক্ষ বলছে ‘‘বনবাসী’’। আর ‘‘বনবাসী’’ শব্দের পিছনে একটি বিকৃত যুক্তি রয়েছে। ‘‘বনবাসী’’ শব্দটি অস্বীকার করে যে আপনারা ভারতের আসল মালিক এবং এটি আপনারদের জঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। ‘‘বনবাসী’’ শব্দের অর্থ আপনারা জঙ্গলের বাসিন্দা এবং আপনারদের কখনই জঙ্গল ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। এবং এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এই শব্দটি মানি না।

দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধতে গিয়ে বিপাকে প্রিয়ান্কা গান্ধী



নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ মোদি পদবি’ মামলায় রাহুল গান্ধীর বিপত্তি এখনও পুরোপুরি কার্টেনি। এরই মধ্যে বিপত্তিতে জড়িয়ে পড়লেন তাঁর বোন তথা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ান্কা গান্ধী। মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে ৫০ শতাংশ কমিশন নেওয়ার অভিযোগে তেলায়া প্রিয়ান্কার টুইটার হ্যাণ্ডেলের দেশাংশোনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার বিজেপি। অর্থাৎ পক্ষান্তরে প্রিয়ান্কার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হল। আসলে কিছুদিন আগে থেকেই মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বিরুদ্ধে ৫০ শতাংশ কমিশন নিয়ে সরকারি কাজ করানোর অভিযোগ তুলে আসছিল কংগ্রেস। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি চিঠি ভাইরাল হয়। জ্ঞানেন্দ্র আবেন্তি নামের এক ব্যক্তির লেখা ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে যে কোনও সরকারি কাজ করতে হলে ঠিকাদারদের ৫০ শতাংশ কমিশন দিতে হয়। সেই চিঠির ছবি টুইট করেন প্রিয়ান্কা। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথও ছবিতি শেয়ার করেন।

বিজেপির অভিযোগ ওই চিঠিটি ভুলো। এই অভিযোগেরও কোনও সারবত্তা নেই। জ্ঞানেন্দ্র আবেন্তি নামের ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ওই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার প্রিয়ান্কা গান্ধী এবং কমল নাথের বিরুদ্ধে ভুলো। খবর ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলা করা হয়েছে প্রিয়ান্কারদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাণ্ডেলারদের বিরুদ্ধেও। তবে মামলা হলেও মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করা ছাড়ছে না কংগ্রেস। আসলে কর্ণাটকে এই দুর্নীতির অভিযোগ তুলেই সাফল্য এসেছিল। মধ্যপ্রদেশেও সেই একই অভিযোগ তুলে বাজিমাতে করতে চাইছে কংগ্রেস শিবির।

প্রধানমন্ত্রীর অনাস্থা ভাষণকে তীর কটাক্ষ করলেন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ কংগ্রেসের তৈরি করা স্কুলেই নরেন্দ্র মোদি – অমিত শাহরা পড়াশোনা করেছেন বলে মনে হচ্ছে। তার পরেও ৭০ বছর ধরে কংগ্রেস কী কী করেছে তার খতিয়ান এক প্রহসনমন্ত্রী? অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে এইভাবেই কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। রবিবার ছত্তিশগড়ে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখানেই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে একহাত নেন রাজসভার বিরোধী দলনেতা। মণিপুর প্রসঙ্গে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন কংগ্রেস সাংসদ সৌরব গগৈ। তার জবাব দিতে গিয়ে দু’ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ভাষণ নেন প্রধানমন্ত্রী। তবে অধিকাংশ সময়েই নানা ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। হাত শিবিরের নানা ব্যর্থতার পাশাপাশি রাহুল গান্ধীকেও তুলে কটাক্ষ করেন। এমনকি মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যও কংগ্রেসকেই দায়ী করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভাষণের পালাটা দিয়েই এদিন ছত্তিশগড়ের সম্মেলনে মুখ খোলেন খাড়গে। একাধিকবার বিজেপি সাংসদরা দাবি করেছেন, মণিপুরের হিংসা নিয়ে যদি বিস্তারিত আলোচনা হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের অবস্থা নিয়েও আলোচনা করতে হবে। তবে বিজেপি বিরোধী সাংসদদের দাবি ছিল, বাকি সব রাজ্যের সঙ্গে মণিপুরের তুলনা চলে না। সুপ্রিম কোর্টের তরফেও একই কথা বলা হয়। ছত্তিশগড়ে গিয়ে সেই প্রসঙ্গই টেনে আনেন খাড়গে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের সঙ্গে ছত্তিশগড়ের তুলনা করে আসলে এই রাজ্যের মানুষকে অপমান করেছেন। সেই সঙ্গেই বলেন, মোদি ক্ষমতায় আসার পরে কি একটাও স্কুল তৈরি করেছেন? কংগ্রেসের তৈরি করা স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন মোদি-শাহরা।

ভারতের আগেই চাঁদে নামবে রাশিয়ার যান! দুই অভিযানে অনেক পার্থক্য,

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ ভারতের পরে চাঁদে অভিযান শুরু করেছে রাশিয়া। ইসরায়েল চন্দ্রযান ৩ চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে গত ১৪ জুলাই। এদিকে শুক্রবার, ১১ আগস্ট চাঁদে পাড়ি দিয়েছে রাশিয়ার লুনা ২৫। যদিও ভারতের থেকে প্রায় ১ মাস পরে যাত্রা শুরু করলেও ভারতের চন্দ্রযানের আগেই চাঁদের মাটিতে নামবে রাশিয়ার যানটিও। এতেন মহাকাশ রেসে’র পরিস্থিতিতে অশুভ ইংসরে জানাচ্ছে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের চন্দ্রাভিযানের বিপর্য ফারাক রয়েছে। ইসরােল এক বিজ্ঞানী



জানিয়েছেন, দুই দেশের চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্য, পদ্ধতি কিংবা

যাদবপুর, রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ২। গত দীপশেখর দত্ত ও মনোজেন্দ্র ঘোষ দু’জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল মোট ৩। গত বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্তুর প্রাণহানি হয়। তাঁর বাবার দায়ের করা খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে পুলিশ। দফায় দফায় জেরার পর শুক্রবার রাতে পুলিশ সৌরভ চৌধুরী নামে এক প্রাক্তনিকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার তাকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়।

শরদ-অজিতের বৈঠক, নয়া জল্পনা মহারাষ্ট্রে

মুম্বাই, ১৩ আগস্ট ঃ ফের গোপন বৈঠক অজিত পওয়ার এবং শরদ পাওয়ারের। ফের বৈঠক ঘিরে দুই শিবিরেই নীরবতা। যা নয়া জল্পনার জন্ম দিচ্ছে মারাঠা রাজনীতিতে। কানামুঘো শোনা যাচ্ছে, ফের জুড়ে যেতে পারে এনসিপির ষেরামান দুই শিবির। সুত্রের খবর, শনিবার রাতে পূনের কোরেগাঁও পার্ক এলাকায় শিল্পপতি অতুল চোরদিয়ার বাংলায়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠক হয় কাকা-ভাইপোর। যদিও শরদ কিংবা অজিত, কোনও পক্ষ থেকেই বৈঠক নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি। এনসিপি সূত্র বলছে, ওই বৈঠক পুরোপুরিই পারিবারিক। এর সঙ্গে রাজনীতির

যোগ নেই। কিন্তু রাজনীতির যোগ নেই বলেই তো আর হল না, কাকা-



ভাইপোর এই বৈঠক রক্তচাপ বা্যাচ্ছে কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই শিবির। আসলে ইমানিৎ এই ধরনের বৈঠক ঘন ঘন হওয়া শুরু করেছে। আর দুই

নিম্নে রীতিমতো সদেরের আবহ তৈরি হয়েছে। বৈঠকে অজিতকে নাকি শরদ জানিয়েছেন, দলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অংশটি বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারে যোগ দেবে না। তবে কেউ আনুগত্য বদলে তাঁর শিবির থেকে অজিত শিবিরে যেতে চাইলে তিনি যে আপত্তি করবেন না। এ নিয়ে ধন্দে কংগ্রেস-বিজেপি দুই শিবিরেই আলোচনা হয়েছে, সেটা শুধু অজিইই বলতে পারবেন। আর কংগ্রেস বলছে, বৈঠকে কী আলোচনা হবে, সেটা স্পষ্ট করে বলতে হবে শরদ পাওয়ারকে। তাঁর অবস্থান স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

যাদবপুর কি ভিনগ্রহে যে নিয়ম মানবে না?’, ছাত্রমৃত্যুতে ক্ষুব্ধ শিশু সুরক্ষা কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ উঠে আসছে। প্রাক্তনী থেকে সিনিয়র ছাত্রদের দাদাগিরির অভিযোগ উঠছে। ঠিক তার পরেই র্যাগিংয়ের ঘটনায় গর্জ্জ উঠল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। চেয়ারম্যান অনন্যা চক্রবর্তীর প্রশ্ন তুলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কি ভিনগ্রহে যে নিয়ম মানবে না?রবিবার রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা নিহত ছাত্রের মামলা বাড়িতে যান। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তীর দাবি, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সিগারেটের ছাঁকা দেওয়া হয়েছিল। ওই ছাত্রটি নিজেই ভাইকে ফোন করে জানিয়েছিল তাকে সমকামী বলে মশকরা করা হত। নানাভাবে হেনস্তা করা হয়েছিল। সূতরাং তা যৌন হেনস্তার শামিল। ওই ছাত্রটি নাবালক। তাই পক্ষো আইনে এই ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। নাবালক হওয়ায় ওই ছাত্রের নাম আর উল্লেখ না করার

অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং পড়ুয়ারের একাংশের স্বেচ্ছাচারিতা’ নিয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কিংবা হস্টেলে সিসিটিভি ফুটেজ নেই, তা নিয়েও উদ্ভামপ্রকাশ করেন। ‘হোক কলবর’ আন্দোলনের সময় গঠিত তদন্ত কমিটিও সিসিটিভি লাগানোর দাবি করলেও তা পূরণ হয়নি বলেও জানান তিনি। প্রাক্তন উপাচার্য সুরজন দাসও চেষ্টা করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসিটিভি লাগানোয় আপত্তি ওঠে। যারা সিসিটিভি লাগাতে দেননি তাঁদের সকলের হাতে রক্তের দাগ’ লেগে রয়েছে বলেও দাবি তাঁরা। অনন্যাদেবীর প্রশ্ন, যাদবপুর কি অন্য কোনও গ্রহ? দেশের আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নিয়ম আছে, এখানে তা মানা হবে না কেন? রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় এবং হস্টেল চত্বরেও যান রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের। এছাড়া রাজপালের কাছে এই ঘটনার তদন্তে অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

বাংলাকে পিছিয়ে রাখেছে কংগ্রেস ও মমতার শাসনকাল ঃ নাড্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ বাংলাকে পিছিয়ে রাখতে কোনও কিছুই বাকি রাখনি কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকাল। উদ্বোধ প্রকাশ করে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। রবিবার কলকাতার বিজেপির সংযুক্ত মোচি সম্মেলনে নাড্ডা বলেছেন, বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত তা আগমীকাল ভাবে। কিন্তু, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কংগ্রেস অথবা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে বিগত ৩০-৪০ বছরে বাংলাকে পিছিয়ে রাখতে কোনও চেষ্টা নেই। আমরা এখন জানতে পারছি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা আরও বলেছেন, আমাদের এখন জানতে হবে বাংলা এবং বাংলার রাজনীতি কীভাবে মানুষকে সমসায় ফেলছে। আমি একথা বলতে পেরে খুবই অদাম্পিত বোধ করছি যে বাংলার জনগণের প্রত্যাশা শুধু আজ এখানে বসে থাকা মানুষের কাছ থেকে রয়েছে। কোনও অধিকারী যে দলে তেমন ভেদও জায়গা নেই

প্রামাণিক, জন বারলা, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং দেবব্রী চৌধুরী। এই বৈঠক চলে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর এর আগে কোর কমিটির সব বৈঠকেই যোগ দেন শুভেন্দু। তাঁর মতো প্রভাবশালী নেতা’ কেন হঠাৎ সর্বভারতীয় সভাপতির নেতৃত্বে হওয়া কোর কমিটির বৈঠকে হাজির ছিলেন না শুভেন্দু? শুধু তাই নয়, কোলাঘাতে পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চায়তি রাজ বৈঠকেও অনুপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু। যেখানে ভারঘারালি উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে শুভেন্দু কি কোনওরকম বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন?যদিও শুভেন্দুর অনুপস্থিতি নিয়ে সব জল্পনা উড়িয়ে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন রাহুল সিনহা। তাঁর দাবি, শুভেন্দু অধিকারী সব বৈঠকেই থাকেন। বিকালেও ছিলেন এবং ভাষণও দিয়েছেন। এই বৈঠকে পৌঁছতে পারেননি।

লালকেল্লায় মোদির ভাষণ দিয়েই কি লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি!

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চ থেকেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজানো? জল্পনা তুঙ্গে, শোনা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ হবে মূলত ত্রিমুখী। এক, অতীত ও দুর্নীতি নিয়ে কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবারকে আক্রমণ। দুই, নিজের সরকারের ৯ বছরের সাফল্য তুলে ধরা। এবং তিন, আগামী দিনে উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখানো। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, নিজের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এক দিকে কংগ্রেসের ইতিহাস এবং পূর্বতন শাসনকে আক্রমণ করবেন। তবে সবটাই চতুরতার ঝোঁপে কোনওভাবেই ভাষণ যেন রাজনৈতিক না মনে হয়। অন্যদিকে উজ্জ্বা যোজনা থেকে শুরু করে আয়ুমান ভারত পর্যন্ত মোদি সরকারের গত ৯ বছরের জন্মধূমী প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরা হবে। এর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সবচেয়ে বেশি খেঁচা গুরুত্ব পাচ্ছে, সেটা হল ভবিষ্যতে উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখানো। মোদি লালকেল্লা থেকেই ভারতকে ২০২৯ সালের মধ্যে দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্নও দেখাবেন তিনি। সব ঠিক থাকলে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এটাই লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর শেষ ভাষণ।

নীরব মোদি-বিজয় মালিয়াকে আশ্রয় দিতে রাজি নয় সরকার ঃ ব্রিটিশ মন্ত্রী

লন্ডন, ১৩ আগস্ট ঃ আইনের হাত থেকে বাঁচতে যারা ব্রিটেনে আশ্রয় নিতে চাইছেন, তাঁদের জন্য দেশের মাটিতে কোনও স্থান নেই। ভারতে এসে সাফ এই কথা জানিয়ে দিলেন ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী টম টুগেনাথট। কারণ ব্রিটেনও মনে করে, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলা উচিত। প্রসঙ্গত, বিশাল অঙ্কের আর্থিক তহরকপ করে ব্রিটেনে আশ্রয় নিয়েছেন নীরব মোদি, বিজয় মালিয়ার মতোর ভারতীয় ধনকুতেররা। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ভারতে প্রত্যার্ণ নিয়ে টানাপোনে চলছে। তবে ব্রিটিশ মন্ত্রীর মুখে তাঁদের নাম শোনা যায়নি। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন ব্রিটিশ মন্ত্রী। দুর্নীতি দমন বিষয়ক এই সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই নীরব মোদি, বিজয় মালিয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় ব্রিটিশ মন্ত্রীকে। তবে কারোওর নাম না দিয়ে টম বলেন, ভারত ও ব্রিটেন- দুই দেশেরই নিজস্ব বিচারব্যবস্থা রয়েছে। সকলেরই সেই ব্যবস্থা মেনে চলা দরকার। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। তারপর ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয়, নীরব মোদিকে ভারতে প্রত্যার্ণ করতে কোনও বাধা নেই। যদিও এখনও নানা আইনি জট্টে আটকে রয়েছে প্রত্যার্ণ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া- সহ একাধিক ভারতীয় ব্যাংক থেকে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ২০১৬ সালে ব্রিটেনে গা ঢাকা দেন কিংফিশার এয়ারলাইন্সের কর্ণার বিজয় মালিয়া। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই তাঁকে দেশে প্রত্যাণের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আইনি মারপ্যাঁচে শেষ পর্যন্ত তাঁকেও দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি।

লন্ডন, ১৩ আগস্ট ঃ আইনের হাত থেকে বাঁচতে যারা ব্রিটেনে আশ্রয় নিতে চাইছেন, তাঁদের জন্য দেশের মাটিতে কোনও স্থান নেই। ভারতে এসে সাফ এই কথা জানিয়ে দিলেন ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী টম টুগেনাথট। কারণ ব্রিটেনও মনে করে, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলা উচিত। প্রসঙ্গত, বিশাল অঙ্কের আর্থিক তহরকপ করে ব্রিটেনে আশ্রয় নিয়েছেন নীরব মোদি, বিজয় মালিয়ার মতোর ভারতীয় ধনকুতেররা। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ভারতে প্রত্যার্ণ নিয়ে টানাপোনে চলছে। তবে ব্রিটিশ মন্ত্রীর মুখে তাঁদের নাম শোনা যায়নি। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন ব্রিটিশ মন্ত্রী। দুর্নীতি দমন বিষয়ক এই সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই নীরব মোদি, বিজয় মালিয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় ব্রিটিশ মন্ত্রীকে। তবে কারোওর নাম না দিয়ে টম বলেন, ভারত ও ব্রিটেন- দুই দেশেরই নিজস্ব বিচারব্যবস্থা রয়েছে। সকলেরই সেই ব্যবস্থা মেনে চলা দরকার। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। তারপর ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয়, নীরব মোদিকে ভারতে প্রত্যার্ণ করতে কোনও বাধা নেই। যদিও এখনও নানা আইনি জট্টে আটকে রয়েছে প্রত্যার্ণ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া- সহ একাধিক ভারতীয় ব্যাংক থেকে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ২০১৬ সালে ব্রিটেনে গা ঢাকা দেন কিংফিশার এয়ারলাইন্সের কর্ণার বিজয় মালিয়া। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই তাঁকে দেশে প্রত্যাণের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আইনি মারপ্যাঁচে শেষ পর্যন্ত তাঁকেও দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি।

নিম্নে রীতিমতো সদেরের আবহ তৈরি হয়েছে। বৈঠকে অজিতকে নাকি শরদ জানিয়েছেন, দলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অংশটি বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারে যোগ দেবে না। তবে কেউ আনুগত্য বদলে তাঁর শিবির থেকে অজিত শিবিরে যেতে চাইলে তিনি যে আপত্তি করবেন না। এ নিয়ে ধন্দে কংগ্রেস-বিজেপি দুই শিবিরেই আলোচনা হয়েছে, সেটা শুধু অজিইই বলতে পারবেন। আর কংগ্রেস বলছে, বৈঠকে কী আলোচনা হবে, সেটা স্পষ্ট করে বলতে হবে শরদ পাওয়ারকে। তাঁর অবস্থান স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

হিমাচলে আবারও বৃষ্টির ‘তাণ্ডব’

শিমলা, ১৩ আগস্ট : হিমাচল প্রদেশে আবারও বৃষ্টির দাপট শুরু হয়েছে। গত জুন মাস থেকে এই পাহাড়ি রাজ্যটি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। মাঝে বৃষ্টি কিছুটা কমেছিল। কিন্তু আগস্টে আবার পুরনো চেহারায়া ফিরেছে বর্ষা। গত কয়েক দিন ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে হিমাচলের একাধিক এলাকায়। আগামী বেশ কয়েক দিন আবহাওয়ার উন্নতি হবে না। বরং বাড়তে পারে বৃষ্টির দাপট। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে একাধিক শহরে। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ক্রমশ কটিন হয়ে পাছে হিমাচল প্রদেশের পরিস্থিতি। মুঘলধারে বৃষ্টিতে যেন ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে প্রকৃতি। রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তোলপা। চালাচ্ছে বিপাশা নদী। বিপদসীমা অতিক্রম করেই প্রবল বেগে ধাধানা সে। হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতেও বন্যার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। রবিবার শিমলার দুধলি এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে।

জনতা দর্শনে মানুষের দু ঃখ-দুর্দশার কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী, সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

গোরখপুর, ১৩ আগস্টঃ গোরখপুর সফরের দ্বিতীয় দিনে রবিবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জনতা দর্শন কর্মসূচিতে যোগদানকারী মানুষদের দু ঃখ-কষ্টের কথা শোনেন। তিনি তাদের সমস্ত সমস্যার কথা শুনে ন্যায়বিচারেরে আশ্বাস দেন।উদ্যোগ্য, শনিবার গোরখপুরে পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এরপর বহু প্রশ্নোত্তর ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেন তিনি। গতশনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইথানল প্ল্যাটের ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেছিলেন। এই ইথানল প্ল্যাণ্টটি কার্যকর হলে এক হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে বলে সূত্রের তরফে জানানো হয়েছোরবিবার জনতা দরবার আয়োজনের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগীর ‘ঘর তেরঙ্গা’ প্রচার অডিঅন শুরু করার কর্মসূচি রয়েছে। গোরখনাথ মন্দির থেকে তিনি এই কর্মসূচি শুরু করেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে, মন্দির চত্বরে আয়োজিত জনতা দর্শন কর্মসূচির অংশ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। জনগণের দু ঃখ-দুর্দশার কথা শুনে তিনি সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রত্যেককে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশ্বাস দেন। জনতা দরবারে ভিকটিমদের ব্যাপক ভিড দেখা গেছে। সমস্যার কথা শোনার পর যোগী সংশ্লিষ্ট অধিকারিকদের তা সমাধানের নির্দেশ দেন।‘ ঘর তেরঙ্গা’ প্রচার শুরু করার পরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী, মতিরাম আড্ডাব। একটি বিশাল গুদামের উদ্বোধন করবেন। এই গুদামটি প্রায় ১.২৩ লক্ষ বর্গফুট জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। গুদাম প্রকল্পে ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ১ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। গুদামটি নির্মাণ করেছে মেসার্স শ্রী অ্যাসোসিয়েটস।-

কাশ্মীরে তিরঙ্গা ব্যালির সূচনা করলেন মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ১৩ আগস্ট : হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অধীনে কাশ্মীরে তিরঙ্গা র্যালির সূচনা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে, রবিবার সকালে ‘কা অমৃত মহোবস’ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শ্রীনগরের ডাল লেকের তীরে এসকেআইসিবি থেকে মেট্রানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত তিরঙ্গা র্যালির সূচনা করেন মনোজ সিনহা। মিছিলেও পা মেলান তিনি।তিরঙ্গা মিছিলে অংশ নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবার সিং বলেছেন, “তিরঙ্গা মিছিলের হৃতিশগড়ে ভূমিকম্প, বহু বাড়ির দেওয়ালে সামান্য ফাটল

রায়পুর, ১৩ আগস্টঃ হৃতিশগড়ে রবিবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। হৃতিশগণেরে কোরবা জেলার পানান এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। এই এলাকায় রবিবার সকালে হঠা মাটি কঁেপে ওঠায় এলাকার মানুষদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের কারণে ওই এলাকার অনেক বাড়ির দেওয়ালেও ফাটল দেখা দিয়েছে।কোরবা জেলার পানানের পাশাপাশি প্রতিবেশী গোরাবোলে পেন্দ্রা মারওয়াহি জেলাতেও মানুষ কম্পন অনুভব করেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫। রবিবার সকাল ৯.৯ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয় বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। যদিও ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

হর ঘর তিরঙ্গাঃসোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিপি রাঙিয়ে তুলুন তেরঙায়, আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অধীনে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সময়ে নিজস্ব বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বানও জানানো

নবনিযুক্ত ৭০,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র বন্টনের পর

নয়াদিল্লি,১৩আগস্টঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এক ঐতিহাসিক দিনের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্করণকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসেবে যখন মস্ত উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সপ্নকে প্রহরণে আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সঙ্গেের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে চাকুরি বস্ত্রে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ ভিত্তি হ্রন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ার প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরি সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হুজু। উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যে আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে

হয়েছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহ্বান জানিয়েছেন, নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিপি রাঙিয়ে তুলুন তেরঙায়। প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, এতে দেশবাসীর মধ্যে বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।রবিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইটের প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের মনের কথা তুলে ধরে লেখেন, হর ঘর তিরঙ্গা আন্দোলনের

এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কোনো ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ভুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিয়ান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ, ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি রপ্তে ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামুখ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সন্মতিকর্ষিতা ব্যাঙ্ক কর্মরত আমার সব কর্মচারী তাই-বোনাদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ঝুট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনঘন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কে কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনঘন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা নি-রাত এক করে কাজ করেছেন। বন্টিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনঘন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকারি কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুধুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় ক্ষমদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন।

চেতনায়, আসুন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাডন্টগুলির ডিপি পরিবর্তন করি এবং এই অন্যা প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি যা আমাদের প্রিয় দেশ এবং আমাদের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন ফেডিভি কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্ভিদগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষণ সন্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম ষ্টেচা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য ঋনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়াল্লা, ব্যবসারী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপনাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।বন্ধুগণ,যখন সকলে চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক প্রমান মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। ভারত শ্রেণীর জনগণকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাঁদের জন্য শৌচালয় তৈরি করা বা বিদ্যুৎ

দরিদ্রদের কল্যাণ ও সমাজের প্রতিটি অংশের ক্ষমতায়নই সরকারের অগ্রাধিকারঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী



সাগর, ১৩ আগস্ট : দরিদ্রদের কল্যাণ ও সমাজের প্রতিটি অংশের ক্ষমতায়নই আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, দলিত হোক অথবা অনগ্রসর কিবা উপজাতি, আমাদের সরকার সকলকে যথাযথ সম্মান দিচ্ছে এবং তাঁদের নতুন সুযোগ দিচ্ছে।গত শনিবার মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় সন্ত শিরোমণি গুরুবেব শ্রী রবিদাস মেমোরিয়াল স্কুলে ‘ভূমিপূজন’ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে সন্ত রবিদাস এই মন্দির। এই অনুষ্ঠানে বহুতা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কোভিড মহামারীর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, গরীবদের ক্ষুধার্ত ঘুমাতে দেব না। আপনাদের ব্যথা বোঝার জন্য আমাকে বই খুঁজতে হবে না। আমরা ‘প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা’ শুরু করেছি এবং ৮০ কোটির বেশি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করছি। এখন গোটা বিশ্ করলে পরচেষ্টার প্রংসা করছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, অমৃত কাল আমাদের দায়িত্ব হল, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দিল্লিতে তিরঙ্গা র্যালির সূচনা করলেন মীনাক্ষী লেখি, বললেন দেশকে নিয়ে যেতে হবে সাফল্যের উচ্চতায়



নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির আওতায় দিল্লিতে তিরঙ্গা র্যালির সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। রবিবার সকালে দিল্লিতে তিরঙ্গা র্যালির সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। তিরঙ্গা র্যালি সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ‘ভারত মাতা কী জয়’ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে দিল্লির রাজপথ। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেছেন, অমৃতকালে দেশকে নিয়ে যেতে হবে সাফল্যের উচ্চতায়।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, স্বাধীনতা দিবস প্রায় এসেই গিয়েছে, দেশবাসী উদযাপনের বিষয়ে আনন্দ এবং উরাহে পরিপূর্ণ। ঠিকযেমন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ‘অমৃত কাল’ শুরু হচ্ছে এবং এই সময়েই মধ্যে আমাদের দেশকে সাফল্যের উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। এটা তখনই সম্ভব, যখন আমরা সবাই মিলে শক্তি নিয়ে এই লক্ষ্যে কাজ করব।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দিল্লিতে আঁটোসাঁটে নিরাপত্তা, চূড়ান্ত সতর্ক পুলিশ-প্রশাসন



নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটে করে তুলল দিল্লি পুলিশ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। চূাান্ত সতর্ক রাখা উচিত। তিরঙ্গা পুলিশ ও প্রশাসন। যে কোনও ধরনের নাশকতা রুখতে সর্বদা সজাগ রয়েছে দিল্লি পুলিশ। বিশেষ নজরদারিও চালানো হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, লাল কেল্লা এলাকায় নিযোজ্ঞা জারি করা হয়েছে। লাল কেল্লা, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং দেশের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সিপি দীপেন্দ্র পাঠক বলেছেন, প্রতি বছরের মতো এ বছরও দিল্লি পুলিশ খুবই পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করছে। দিল্লি পুলিশ পর্থাণ্ড, শক্তিশালী এবং জোরদার নিরাপত্তার বদোবস্ত করেছে। ডিসিপি (উত্তর) সাগর সিং কলসি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন, আমরা এজন্য খুবই গর্বিত...নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে সুদৃঢ় করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্মভার।

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করেছে পাকিস্তান

করাচি, ১৩ আগস্টঃশোধান প্রক্রিয়ার পর পেট্রোলের চেয়ে বেশি ফার্নেস তেল উপাদানের ফলে আপাতত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান। সূত্রের তরফে এই তথ্য জানা গিয়েছে।সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানির সুবিধা সীমিত ছিল। সেই কারণেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১১ জুন এবং ২৬ জুন রাশিয়া থেকে দুটি অপরিশোধিত তেলের জাহাজ করাচি বন্দরে পৌঁছেছিল। এরপর রাশিয়ার কোনো তেলবাহী জাহাজ পাকিস্তানে আসেনি-।

পদ্মা সেতুর কাছে বঙ্গবন্ধুর মূর্তি স্থাপন করা হবে

ঢাকা, ১৩ আগস্টঃ বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর ঠিক পাশেই স্থাপন করা হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি। এজন্য শিবারের (মাদারীপুর) পুরাতন বোট জেটির পাশের কাঠালঝাড়কে নির্বাচন করা হবে।কোটালঝাড়ের মূর্তির কাছে একটি জাদুঘরও হবে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। গত শনিবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক চিফ সূইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি ওই স্থানটি পরিদর্শনে যান। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যগে এই মূর্তিটি অনেক আগেই স্থাপন করা উচিত

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪আগস্টঃসোম বার, ২৮শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪আগস্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৮ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মঘসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শ্রজিব্, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ ‘তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্ণীযোঃঅতিগম্য অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১ঃ২ঃ৫ঃ০২ থেকে - ০২ঃ৩৩ঃ২৪ঃ৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ৪৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ২৫ঃ২৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ২৫ঃ২৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ০২ থেকে - ১১ঃঃ৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩২ঃ৫ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৫৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪০ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ৪০ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহক্ষুটি (সূর্য) উদয় কালীনাঃঃরবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫ঃ২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৭৫ঃ৩৫৯ (২৬) ২ পদধরুঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃক্ষপতিঃ ১০২৯ঃ৪২২২ (২৫) ৬ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০২এড্রী সেল্টিয়েড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ৭৬শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার। জ্যোতির-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাতঃ৯টা ২০মিনিট হবে। ডটো-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাতঃ৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৯টা ৫৯মিনটে এবং সূর্য অস্ত্য যাবেঃ ৬টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেঘরাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজকে কার্ড ভাল খেললে কিছু অতিরিক্ত নগদ উপার্জন করতে বৃষড রাশিঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে।বিবাহের যোগ হবে আজ মিথুন রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ণণ করবে।শুভদিন। কর্কট রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাহিরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।।মিংহ রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্ধের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে।কন্যা রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় যিনি শুভদিন।তুলা রাশিঃযে অনুভূতিপরিষ্কার আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন।

বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনার উচ্চ প্রতায় সম্ভবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। এক ধকলসারা দিন হওয়া সঙ্গেও আপনি আপনাপ্রাণপ্রশক্তি সঞ্চয় সমর্থ হবেন। শুভদিন।ধনু রাশিঃআপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কাজ মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হচ্ছে- কারণ আজ আপনার স্বাস্থ্য ঠিক নেই।মকর রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজ থেকে।কুন্ত রাশিঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি মনে হবে।সামাজিক ক্রিয়াকলাপ মনোদার হবে কিন্তু মীন রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আশংদ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ঘ্যভাষায় জীবন উপভোগ করতে নেনে পড়ছেন।রুক্মি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পদযাত্রা ও প্রচার, পুরচেয়ারম্যান গাঙ্গি মাছ ড্রেনে ছাড়লেন

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১৩ আগস্ট : উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান কর্মসূচি চলছে। এই উপলক্ষে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে চলছে ডেঙ্গু বিরোধী বানার নিয়ে পদযাত্রা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে ড্রেনগুলিতে গাঙ্গি মাছ ছাড়া হচ্ছে। বেশ কিছু ওয়ার্ডে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব গাঙ্গি মাছ ছাড়লেন কারণ গাঙ্গি মাছ মশা নিধন করে লাঠা নষ্ট করে দেয় এবং এই সঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব হাতে মাইক নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কি করতে হবে কি করবেন না প্রাণর করতে লাগলেন। সেই অঙ্গ হিসাবে এই পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর অর্ণব

রায়ের নেতৃত্বে চলে সকাল থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পদযাত্রা। এই করেন পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীরা উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে বাড়িতে কোনো খালি পাড়ে জল জমিয়ে রাখা যাবেনা বাড়িতে জঙ্গাল জমতে দেওয়া যাবে না ছাদের উপরেও নজর দিতে হবে যাতে জল জমে না থাকে বাড়ির চারপাশে পরিষ্কার রাখতে হবে প্রাস্টিকের পাত্র ভাবের খোলা টায়ারে যেন জল জমে না থাকে এইগুলাে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এইসঙ্গে

আমরা সব ওয়ার্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কর্মসূচি চলছে এবং ড্রেনগুলিতে গাঙ্গি়ার ছাড়া হচ্ছে সেই সঙ্গে প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার করা যাবে না। যত্রতত্র মথলা ফেলা যাবে না ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায় জানানলেন সব সময় সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে, না হলে পুরসভার একার পক্ষে সম্ভব না। ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে সাধারণ মানুষকে। পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানানলেন কারও ডেঙ্গু হলে বিনা পয়সায় পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনা পয়সায় রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে পাশাপাশি ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান চলে ও দু নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর সন্দীপ দাসের নেতৃত্বে চলে ডেঙ্গু বিরোধী কর্মসূচি।



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট : দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পূজো দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার সকালেই দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পৌছন নাড্ডা, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মা কালীর পূজান্না করেছেন তিনি। মা কালীর কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন নাড্ডা। আরতিও করেছেন তিনি। পূজো দেওয়ার পর নাড্ডা বলেছেন, মা কালীর কাছে আমি প্রার্থনা করছি, আমাদের জনগণ ও আমাদের দলকে শক্তি দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি। আমি, যাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমরা “মা ভারতীর” সেবায় নিবেদিত হতে পারি।

হাড়োয়ায় তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীকে গুলি করে খুন, তদন্ত শুরু পুলিশের

দূরন্তবার্তা, হাড়োয়া, ১৩ আগস্ট : পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের পরেও খুন! অন্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীকে গুলি করে খুন করল দুক্কুতীরা। নিহত তৃণমূল নেতার নাম শেখ সাহেব আলি। হাড়োয়ার সামলার পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন শেখ সাহেব আলি। শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে ঘিরে ধরে গুলি চালায় আততায়ীরা। ৮ থেকে ১০ রাউন্ড গুলি চালায় দুক্কুতীরা। পরে মৃত্যুর কালে ঢলে পানো ওই তৃণমূল নেতা। এরপর রাস্তায় তৃণমূল নেতার দেহ রেখে মাঝরাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁর অনুগামীরা। বাইকে আগুন ও ভাঙচুর করা হয়। হামলার অভিযোগে তৃণমূলেরই অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। দলীয় সুত্রের খবর, শনিবার রাতে মোটরবাইকে চেপে বাড়ি ফেরার পথে শামলাবাজার এলাকায় তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাখাড়ি গুলি চলে। পুলিশের দাবি অন্তত চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ৮-১০ রাউন্ড গুলি চলে। ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সাহেব। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডানকুনি গুডস শেড পরিদর্শনে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার



কলকাতা, ১৩ আগস্ট : শ্রী সঞ্জীব কুমার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, বিভাগীয়া কর্মকাণ্ড এবং আধিকারিকদের সাথে ১১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ডানকুনিতে একটি বিশৃঙ্গমের পণ্য টার্মিনাল হিসাবে ডানকুনি গুডস শেডের উন্নয়নের জন্য একটি পরিদর্শন করেছিলেন। ডিআরএমএইচ ডব্লিউ এইচ কর্মকাণ্ডদেরকে অগ্রাধিকার ডিভিতে নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক কাজের প্রস্তাব করার পরামর্শ দেন যাতে এটিকে বিশৃঙ্গমানের পণ্য শেড করা যায় লোডিং বাঢ়ানোর জন্য অতিরিক্ত লাইন অটোমোবাইল পাড়ে জন্য স্থান স্ট্যাকিং. পৃথক এন্ট্রি এবং এক্সিট সুবিধা। পণ্য চালান ব্যবহারকারীদের জন্য কভারড পার্কিং এলাকা টু-হুইলার। যথাযথ ট্রাক পার্কিং সুবিধা। লেবার সেডে বসার বেশ খাস্ত্রিকভাবে আনলোড করার সুবিধা। ডানকুনি গুডস শেডটি কলকাতা থেকে সড়কপথে প্রায় ২০ কিমি দূরে, এবং নৈকট্য এটিকে কলকাতার জন্য একটি বিশৃঙ্গমানের পণ্য টার্মিনালহাব হিসাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেয়, যা শহরের যানজট কমাতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।



রবিবার সিঁথি রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়াম মন্দির আয়োজিত ৯৬ তম রক্তদান ও মরণত্তোর দেহ দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা পরাগ বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ কুজল বিশ্বাস, ডাঃ সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সভাপতি সহ সহ ক্লাব সভাপতি সুবীর গাঙ্গুলী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্লাব সম্পাদক উৎপল বড়ল। অনুষ্ঠানে মোট ৩২জন রক্তদান করে এবং ১০ জন মরণত্তোর দেহ দান করেন।

ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বেস) উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোতে ইনস্টল করা হবে

কলকাতা, ১৩ আগস্ট : কলকাতা ডানা প্রসারিত করেই সম্ভব নয়। নতুন গন্তব্যে পৌঁছানো ছাড়াও, এটি সবসময়ই পরিবেশ বান্ধব উপায়ে মশাল বহনকারী। কোলকাতা মেট্রো, এশিয়ার পঞ্চম মেট্রো ইউরোপীয় মেট্রোর সমতুল্য প্রযুক্তিতে সজ্জিত ৩৯ বছর আগে গঠিত চলতে শুরু করেছিল। তারপর থেকে, মেট্রো রেল অনেক দূর ভ্রমণ করেছে এবং অনেক রেকর্ড স্থাপন করেছে। এখন খুব শীঘ্রই হুগলির মতো একটি শক্তিশালী নদীর তলদেশে পরিষেবা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি হবে পাগল এবং শিশুদের খুঁজে ধরার দক্ষতার প্রদর্শিতা। এটি হবে এলাডান ডায়ো।

ডাকাতির আগেই ধৃত এক জয়নগরে

উজ্জল বন্দোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৩ আগস্ট : জয়নগর থানার পুলিশের তপরতায় জয়নগর থেকে ধৃত এক দুচ্ছুতীকে রবিবার বারুইপু়র মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে শনিবার রাতে এক দুচ্ছুতিকে গ্রেফতার করা হয় জয়নগর থেকে। ধৃত এক জন হল – সাজাহান গাজী, বাাি জয়নগর থানার বহু হাসিমপুর এলাকায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপু়র মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে হেল্প ডেস্ক

দুস্তন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট : রাজা সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য হাওড়া শিয়ালদহ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে হেল্প ডেস্ক খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদহর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, মালদহ , নিউ জলপাইগুড়ির মত স্টেশনে জিআরপির দফতরে ওই হেল্প ডেস্ক খোলা হবে। শুক্রবার নবমো পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওই বৈঠকে আসন্ন দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভূক্তকরণের জন্য বিশেষ শিবির খোলার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলা দুয়ারে সরকার শিবিরে নাম নথিভুক্ত করার মাধ্যমে রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে চায়। এর ফলে কোন শ্রমিক কোন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন বা ফিরছেন সে সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সরকারের কাছে থাকবে। সরকারি তালিকায় নাম থাকা কোনও পরিযায়ী শ্রমিক যদি অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান তাহলে তার পরিবার দু’লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পাবে। এছাড়াও দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে আহত হলে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে চিকিৎসার জন্য। যদি কোনও পরিযায়ী শ্রমিকের অঙ্গহানি-সহ অন্য কোন বড় ক্ষতি হয়, তাহলে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

শুক্রবার নবমোর বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর উপস্থিতিতে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সভাপতি সানিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, দুয়ারে সরকার প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন চালু করা হচ্ছে। যাতে তাঁদের সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে থাকে। এছাড়াও এই শ্রমিকদের উন্নতিতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কালীঘাট স্কাইওয়াক-র কাজ শেষের সময়সীমা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট : রাজা সরকার নিম্নীয়মান কালীঘাট স্কাইওয়াক এর কাজ শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার জন্য পুর এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে নগর নবায় সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য স্কাই ওয়াক তৈরির জন্য ২০১৯ সালের মার্চ মাসে সব ধরনের ছাড়পত্র মিললেও হকারদের পূর্বাবসান এবং কড়িডের কারণে প্রকল্পের কাজে গতি না আসায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যাভার্জি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। অবশেষে গত বছর জানুয়ারি মাসে এই স্কাইওয়াক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কালীঘাট মন্দির ও সংলগ্ন এলাকা সাজাতে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরে সেই বরাদ্দ বাড়িয়ে ১৭ কোটি করা হয়।



দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ আগস্ট : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের ভগবানপুর হালদারপাড়া এলাকায় ড্রামভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন মাগু হলেও লাগাতার বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ির পেছনে এই বোমা ভর্তি ড্রাম বস্তাচাঁপা অবস্থায় পড়েছিল। এলাকার মানুষের সন্দেহ হওয়ায় বস্তা তুলে দেখেন তার মধ্যে রয়েছে ড্রাম ভর্তি বোমা। স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্টত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ঢোলাহাট থানার পুলিশকে। কোথা থেকে এলো বোমা, কেঁইবা রেখেছিল এই বোমা গুলি, তা ইতিমধ্যেই তদন্ত করে দেখছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। পুলিশ বোমা গুলি উদ্ধার করেছে। কিছুদিন আগেই রাতের অন্ধকারে টেটেটা চলিয়ে ড্রাম ড্রাম বোমা পাচারের সময় দুক্কুতীদের হাতেনাতে ধরে লেলে এলাকার মানুষজন। এরপর আবারও ভগবানপুর এলাকায় ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিপ্লবীদের বাড়ির মাটি দিল্লী যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী স্বপ্নের বাগানে



দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৩ আগস্ট : সুভাষগ্রামের কোদলিয়ার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের বাড়ি থেকে মাটি নিয়ে তৈরি হবে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লির অমৃত মৃত্তিকা বাগান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের অভিযান আমার মাটি আমার দেশ। একটি বাগান তৈরি করবে দিল্লীতে। এই উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি স্বাধীনতা সংগ্রামীর বাড়ি থেকে মাটি নিয়ে গিয়ে সেই বাগান তৈরি হবে।দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুর থানা অন্তর্গত সুভাষ গ্রামের কোদলিয়ার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের বাড়ি থেকে সেই মাটি সংগ্রহ করল বিজেপি দলের কর্মীরা।একই ভাবে রবিবার জয়নগরের বিপ্লবীদের বাড়ির মাটি সংগ্রহ করা হয়। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নন্দ্বর বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী যশন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী স্বপ্নের একটি বাগান তৈরি করবে, দিল্লির একটি কর্তব্যরত রাস্তায়। যেটি নাম দেওয়া হয়েছে অমৃত মাটিকা।দিল্লিতে একটি বাগান তৈরি জন্য সারাদেশ জুড়ে এই মাটির সংগ্রহ করছে বিজেপির কর্মীরা। আগস্ট মাসে শেষের দিকে সারা ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করা সেই মাটি দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে একটি বাগান করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাগান টির নাম অমৃত মাটিকা। এই মাটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেখানে জন্মস্থান সেখানকার এবং তাদের আত্মীয়দের বাড়ি থেকে সেই সঙ্গে ভারতের যেসব সৈনিক দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বা যেসব পুলিশ দেশের হয়ে প্রাণ দিয়েছেন তাদের বাড়ি থেকে এই মাটি সংগ্রহ করছে বিজেপি কর্মীরা। কোদালিয়ার নেতাজীর বাড়ির পাশাপাশি জয়নগরে বহু বিপ্লবী, মনিষীদের জন্মস্থান। তাদের বাড়ি থেকে এই মাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে যা দিল্লিতে পাঠানো হবে এমাসের শেষে।

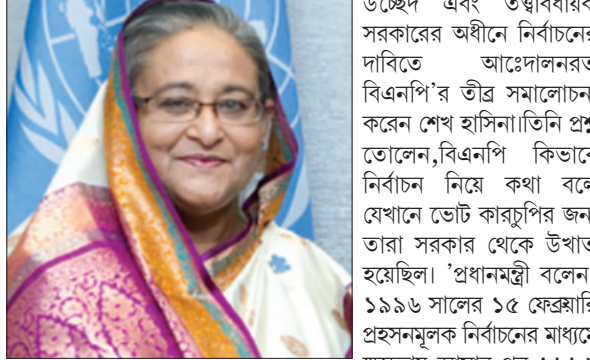
অস্বস্তি রয়েছে তিলোত্তমায়, বৃষ্টিরও পূর্বাভাস উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট : বৃষ্টি হচ্ছে খুবই সামান্য, মারোমধ্যে। তাতে স্ফু্তি তো মিলাছে না, বরং আর্দ্রতার অস্ফু্তি বর্ধায় থাকছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘর্মাঙ গরম পিছু ছাচ্ছে না। বৃষ্টির ঘাটতিও এখনও ওঠেনি। যদিও, আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হবে। কোথাও কোথাও তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও জেলাগুলিতেও। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। সকাল থেকেই আংশিক মেঘাল ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিএনপি -জামাত বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চায় : প্রধানমন্ত্রী

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,১৩ আগস্ট : বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দেশবাসীকে বিএনপি-জামায়াত চক্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তারা দেশ তথা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চায়।তিনি বলেন খুনী, সন্ত্রাসী, জঙ্গি,গ্রেনেড হামলাকারী, দশ ট্রাক আগ্নেয়াস্ত্র চোরাকার বারিদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন,যেহেতু বিএনপি দেশকে ধ্বংস করার তপরতা চালাচ্ছে।‘বিএনপি গণতন্ত্রের কথা বললেও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে তিনি বলেন,বিএনপি দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করতে নেমেছে।’প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আজ সন্ধ্যায় গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্বকালে দেয়া সূচনা বক্তব্যে এ কথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন,

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।বিএনপির ১৯৯১-১৯৬ এবং ২০০১-২০৬ এর শাসনামলকে অন্ধকার যুগ’ আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা



দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,তারা ক্ষমতায় এলে দেশ আবার অন্ধকারের যুগে ফিরে যাবে।তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশ পেছনের দিকে

ধাবিত হয়।ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের কারণে জনগণের দ্বারা সরকার থেকে উখাত হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার উচ্ছেদ এবং তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপি’র তীব্র সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা।তিনি প্রশ্ন করেন,বিএনপি কিভাবে নির্বাচন নিয়ে কথা বলে যেখানে ভোট কারচুপির জন্য তারা সরকার থেকে উখাত হয়েছিল।’প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৬ সালের ৩০মে সরকার থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল বিএনপি। তিনি বলেন, তাঁর দল দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে এবং ক্ষমতায় আসতে তাদের ভোট

কারচুপির প্রয়োজন নেই।শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে এবং এভাবেই দেশবাসীর মন জয় করে। ক্ষমতায় ওয়াওয়ার জন্য ভোটে কারচুপির প্রয়োজন হয় না।প্রধানমন্ত্রী ২০২৬ সালে নাগাদ দেশের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন।বাংলাদেশে নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য বিএনপি দাবি নাকচ করে দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন,কেন খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালে এই ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, শুধুমাত্র পাগল এবং শিশুরা নিরপেক্ষ।’তিনি জানতে চেয়েছেন, বিএনপি কি তবে তত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য পাগল এবং শিশুদের খুঁজে ধরার দক্ষতার প্রদর্শিতা নিয়েছে?’

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্বদূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৫৫ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩০

লোকসভা নির্বাচনের তর্জা

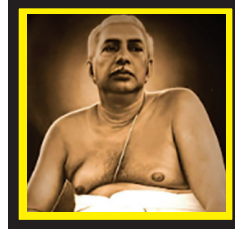
শুরু হয়ে গেল লোকসভার নির্বাচনের তর্জা। প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসাকে কেন্দ্র করে রক্তপাত হয়েছে তা নিয়ে সরব হয়েছেন। আর অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মণিপুরে রক্তপাত নিয়ে সোচার হয়েছেন। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী কলকাতার প্রেস ক্লাবে এসে বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন কী রকম হয়েছে তার খবর আমরা পেয়েছি। হিংসা এবং দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে তর্জা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাইপোর তোলাবাজিকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন বিজেপি দলের সভাপতি জেপি নন্ডা। ‘পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চায়েতি রাজ’ সম্মেনে প্রধানমন্ত্রী ভার্য়াল বক্তব্য রাখ

তে গিয়ে বলেছেন যে এই পঞ্চায়েত রাজ ভোট ভাড়া করা হয়েছে গুণ্ডা। কী ভাবে কোন কোন বৃথ কে দখল করবে তা ঠিক করে ফেলা হয়েছিল। তারাই ব্যালট বাক্স নিয়ে পালিয়েছিল। ভোট গণনার সময়ে বিজেপি কর্মীদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত ভোটে ছাপা দেওয়া হয়েছে। ভোটের সময় তোলাবাজের দল ছাপ্রাবাজে পরিণত হয়েছে। ভোট পর্ব মিটে গেলে বিজেপি কর্মী এবং নেতাদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে হিংসার ছবি তুলে ধরতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাল্টা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মণিপুরে কী হচ্ছে। তিন মাস ধরে সেখানে হিংসা চলছে। প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে একজন মন্ত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে। ইতিএম হাইজ্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের হিংসার রাজনীতি নিয়ে এর আগেও সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভোট পরবর্তী হিংসা ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। তা নিয়ে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হয়েছিল। তাদের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আছে। কিন্তু নির্বাচনে হিংসাকে কোনও রকমভাবে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নির্বাচনে বারবার হিংসা ফিরে আসছে। বহু ছেলেরা মারা পড়েছে। বহু পরিবার সন্তান হারা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দুর্নীতি দেশের অর্থনীতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। যে কোনও দুর্নীতিকে প্রশয় দেওয়া উচিত নয়। যে কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রফ্তে দাঁড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে আবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পিএম ফায়ের্ টাকা কি হল? সে কথা কেউ জানতে চাইবে না? লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, নোট বন্দি করেছে দুই হাজার টাকাকেও বন্দি করে রাখা হয়েছে। বিদেশ থেকে ঘুরে এসে উনি বলতে শুরু করছেন যে ভিল হয়েছো। লোকসভার ভোটারে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বোলেছেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের কর্মী এবং নেতারা সেখানকার মা বোনদের জন্য লড়াই করছে। তাদেরকে রক্ষা করতে লড়াই করছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে পশ্চিমবঙ্গের পুরানো ঐতিহ্যকে ফেরানোর চেষ্টা করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনিবেশপত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে প্রচার এবং গণনার সময়েও বাধা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেওয়ার পরে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে বিজেপি দল। ত্রিপুরাতে থেকে শতাংশ এবং উত্তর প্রদেশে চল্লিশ শতাংশ প্রতিহত্বিতা করতে দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে ভয় পান। রবীন্দ্রনাথ নেতাজিকে ভয় পান। মণিপুরে হিংসা ছড়াতে চেষ্টা করছেন।

চিন পাকিস্তান কৌশল

পাকিস্তান এখন জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গিদের পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে। বরফ পড়ার আগে জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ রেখার বরাবার তাদেরকে অবস্থান করিয়ে রাখাই হচ্ছে পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য। এখন বাইডেনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তাঁর জামানা শুরু হয়েছে। বাইডেনের সঙ্গে মোদির সম্পর্ক খুবই ভালো। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষটা যদি বজায় রাখার চেষ্টা করছে হাতে আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে বন্ধিয়ে বলা সম্ভব হবে যে ভারতের সেনা আক্রমণে পাকিস্তান ক্ষতবিক্ষিত। পাকিস্তান জঙ্গিদের এখন আর প্রশ্রয় দিচ্ছে না। ভারত সব কিছুকে সাজিয়ে পাকিস্তানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমেরিকার সহানুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে পাকিস্তানের চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কন্যা হারিস আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফলে পাকিস্তান এবং চিনের চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকার বিদেশনীতি, পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতি আগামী দিনে ভারতের পক্ষে অবস্থান করতে পারে। সেই সম্ভাবনা এখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। পাকিস্তান এবং চিন যোঝাবে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ভেঙে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে তা একেবারে মানবিকতা বিরোধী। আন্তর্জাতিক আইনকে পরোয়া করছে না এই দুটো দেশ। যোঝাবে চিন সাগর, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত সাগরের ওপরে চিন তাদের অধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে চলছে তার মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে আধাসী চিন্তাধারা। চিন বরাবরই আমেরিকার দাদাগিরিকে অগ্রদ্বন্দ্ব করে এসেছে। চিন চাইছে না আমেরিকা সারা বিশ্ব জুড়ে দাদাগিরি চালিয়ে আসুক। চিনকে জন্ম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি চিনা পণ্য বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন। চিন যাতে বেশি শক্তিশালী না হয়ে ওঠে তার জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ট্রাম্প। চিন সাগরের আমেরিকার, ভারত, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সেনাবাহিনীর মহড়া চলছিল। এই মহড়ার আয়োজন করেছিল পেট্রোগণ। চিনের বিরুদ্ধে সামরিক অবরোধ গড়ে তোলা যায় কীভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে তার দিকে নন্দন রাখতে শুরু করে। আর্থিক অবরোধ এবং সামরিক অবরোধ করলেই চিন আর বেশি দূর অগ্রসর হয়ে পারবে না। চিনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে কন্ডা করা। ভারতকে যদি কন্ডা করা যায় তাহলে বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ভারত এমন একটি স্থানে রয়েছে যেখান দিয়ে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে অতি সহজে চলে যাওয়া সম্ভব। কোনওভাবেই কেউই বাধা দিতে পারবে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বুদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহাইহা সংসঙ্গী।
সাত্ত্বঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীমম পরো যঃ স এব সংসঙ্গী অর্থাৎ আমি সংসঙ্গী তার মানো আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পূজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের দাম্পত্য পাওয়া সম্ভব। তিনি পূজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করলেই সিন্ধের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পূজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের উৎসব পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা।

ভারতের স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঋষি বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র কুমার শীল
বক্ষিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন ১৮৪৪ সালে। তখনও কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবী অরবিন্দ এসে তখনও পৌঁছাননি। ফলে বক্ষিমচন্দ্রে জাতীয় জাগরণ মন্ত্রকে সফল করার যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করে তখনও পৌঁছাননি। ফলে বক্ষিমচন্দ্রে জাতীয় জাগরণ মন্ত্রকে থকে কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি নিজের মনের জোরে চলতেন এবং উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। আসলে আন্দোলনকে জগত্ব না করলেন। আসলে বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষী ছিলেন। তিনি বহু ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতের মিল হয়নি। কিন্তু তা বলে তিনি আবার বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর কোনও দিন স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজ বিরোধিতা করেন নি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ করলেও ইংরেজ সরকারকে পাশে রেখে কাজ করতে চাইতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তখন হিন্দু ধর্মীয় লোকেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। ফলে ইংরেজদের মতো চাবুক ধরে দেশ তথা সমাজ চালানোর মতো লোকেরের বাংলাদেশে প্রয়োজন খুব ছিল বলে অনুভব করতেন বিদ্যাসাগর। তিনি ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি চাইতেন সবাই ইংরেজি ভাষা সুশিক্ষিত হোক। ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করুক। কিন্তু সমাজ তো তখন সেইভাবে প্রস্তুত ছিল না। বেথুন স্কুল তৈরি করতে গিয়ে মহামতি বেথুন সহ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে কম ভোগাগিৎ পোহাতে হয়নি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তো ছড়া কেউ বসলেন ওগুলো সাহেবের বিরুদ্ধে। তার ওপরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিরুদ্ধে বাংলার পণ্ডিত সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাকে বেথুন স্কুল তৈরি করা থেকে বিরত হতে বহু চেষ্টা করেছিল পণ্ডিতেরা। কিন্তু করতে পারেনি তাঁর একগুয়েমির জন্য। তিনি বেথুন স্কুলে তাঁর দুই কন্যাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মেয়েদের স্কুল তৈরি

করে পঠনপাঠন চালু করে ক্ষান্ত হন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সেই কারণে ইংরেজদের হয়ে কথা বলতেন বিদ্যাসাগর। তা বলে তাদের হয়ে দাম্ভ্ব করতে কাউকে তিনি বলেননি বা উপদেশ দেননি। এখানেই কিন্তু বিদ্যাসাগরের পার্থক্য। তিনি চলতেন নিজের পায়ের ওপরে ভর করে। সেখানে থেকে কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি নিজের মনের জোরে চলতেন এবং উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। আসলে বিদ্যাসাগরের বহু মতকে সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগরের ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রীতিবোধতাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। জাতীয় চেতনার ব্যাপারে কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও কথা বলেন নি। তিনি শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন মাত্র। শিক্ষাকে বলিষ্ঠ করার জন্য তিনি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। আবার ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলার পাঠকদের বহু লেখা উপহার দিয়েছেন। বক্ষিমচন্দ্র প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় ‘রাজমোহন ওয়াইফ’ লিখেন। তারপরে আর কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় কোনও বই প্রকাশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তিনি তাঁর মতকে সর্ব সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষাকে তার রচিত সাহিত্যের মাধ্যম গ্রহণ করে নিলেন।



তিনি উপন্যাসটি রচনা করলেন। তারপরে তিনি ‘কপালকুণ্ডলা’ রচনা করলেন। রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি রোমান্টিক নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। এছাড়া বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রবন্ধ রচনাকি হচ্ছে ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ এই প্রবন্ধটি নিয়ে আজও পণ্ডিত সমাজে গবেষণা করা হচ্ছে। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস রচনার মধ্যে হিসাবে গ্রহণ করলেন। ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতকে বিপ্লবীদের মুখ্য বীজমন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ না আসলে বাংলায় ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি গুরুত্ব প্রায় থাকতো না বলতে গেলে চলে। জাতীয় জাগরণে মন্ত্র হিসাবে ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতকে প্রাধান্য দেনা হলো। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ‘বন্দে মারতম’ সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। আবার কংগ্রেস অধিবেশনের জাতীয় সঙ্গীত ছিল ‘বন্দে মাতরম’ গানটি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি ‘বন্দে মাতরম’ স্গোপনকে তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলেন। ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্র এই সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চারিত হতে দেখা গেল। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ‘ভারত মাতা কি জয়’ বাক্যে স্গোপন দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ‘ভারত মাতা’র ছবিটিতে কি

মেধার মোড়কে পাশবিকতা

শুভক্ষর দাস

ইরাক, আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আগ্রাসন হলে যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মিছিলে ভরে ওঠে। ভারতের চিরন্তন সনাতনী সভ্যতার বিরুদ্ধে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে কুসা ও অশুপ্রচার চালিয়ে নিজেদের স্বপ্নান্বিত প্রগতিশীল বলে প্রচার করা হয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে এক ছাত্রের পরিকল্পিত মৃত্যু বাস্তবে করে কটন আমানবিক পাশবিক পরিবেশের মুখোমুখি বৃহত্তর সমাজকে দাঁত করিয়ে দিয়ে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পড়ুয়ার মধ্যে থাকা প্রবল সন্দ্বন্দনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে বিশ্বমঞ্চে বিকশিত করা। শুধুমাত্র ক্লাসরুম লেকচার দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার দায় এড়াতে পারে না। পড়ুয়ার জীবনকে সু ধরনভাৱে গড়ে তুলতে ক্যাম্পাসে সুস্থ মানবিক পরিবেশে গড়ে তোলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মর্মান্বিত মৃত্যু প্রমাণ করিয়ে দিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটা ঈট কতটা অমানবিক। প্রতিটা বেষ্প, হোস্টেলের প্রতিটা ঘর পাশবিকতায় ভরে উঠেছে।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপান্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে জাতীয়, শিক্ষা আন্দোলনের ছটোয়া। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ফসল র্যাগিং সম্পর্কে বিরাজ করছে? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বারে বারে গুলে উঠেছে কেন তারা এই অমানবিক প্রথা আজও বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে? এই বহমানতার মধ্যে স্বস্বাধিয়ে বিশ্বমানব পন্থাদের কোনো আক্ষেপ নেই। বিবেকের দ্বন্দ্বনও নেই। আছে কেবলই পাশবিক উল্লাস। সন্ধ্যা নামলে তার বড় বাড়ে তত বেশি অসহায়,সরল মক্ষফল থেকে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে আসা নবীন নুতনদের ওপর চলে অমানবিক অত্যাচার। স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর আগের ও বহু পড়ুয়া এই হেনস্থার শিকার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিজীব নির্বিকার রোদ্দগুহীন মনোভাব বহু স্বপ্নের সমাধির জন্য দাখী। র্যাগিং নামক অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সর্দখক পদক্ষেপ কোন গ্রহণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? র্যাগিং এর জেরে স্বপ্নদীপ যখন তীব্র মানসিক বেদনায় ভারাক্রান্ত তখন কেন

দিক দিয়ে বেশ আঘাত দিয়েছিল বলেই তিনি স্বদেশী জাগরণের কথা বলতে শুরু করলেন। এটা ঠিক একটা মানুষ আঘাত না পেলে কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে কোনও কিছুই প্রকাশ লাভ করে না। আঘাতই কিন্তু মানুষের গোপন প্রতিভাকে সবার সমানে মেলে ধরতে সাহায্য করে। বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বাংলায় উপন্যাস রচনা করলেন ‘দুর্গেশনন্দিনী’। এটি রাজপুত বীরের কাহিনীকে সমানে রেখে

কোনও রাজনৈতিক দল অধিবেশন করার আগে মাল্যদান করে অধিবেশন শুরু করে। সেটা বোধ হয় নয় না। ‘বন্দে মাতরম’ রাজনৈতিক দলের স্লোগানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই গানটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতের তাৎপর্য কি তা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের বর্তমান নেতারা আর মাথা ঘামান না। তারা শুধু ভোট পেলেই হলো। জাতীয় জাগরণের সূত্র কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। তার ফলে এতখানি অধঃপতন। বক্ষিমচন্দ্র যে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা বলেছেন সেখানে কোনও বিভেদ নীতি ছিল না। সেখ ানে সব ভারতীয়দের স্থান প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে বক্ষিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুত্বের গাওয়া যাকে। ফলে তাকে এক শ্রেনির লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলো। কালের গতিতে বক্ষিমচন্দ্রকে ভাগের অংশীদারে পরিণত হলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বক্ষিমচন্দ্রের ধর্মীয় জাতীয় জাগরণ সবার কাছে গ্রহণীয় ছিল। স্বাধীনতার পর কিন্তু ব্যক্তি ঐার্থের রাজনীতির কবলে পড়ে বক্ষিমকে ভাগ হতে হলো। এটা কিন্তু ভারতের রাজনীতির কর্ণশৃঙ্খোড়। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতকে এক বলে সোটা শেখিনি। খণ্ডিত করতে শিখে ছি মাত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজ্যে জাতীয় গান গেয়ে বেড়াতেন ‘বন্দে মাতরম’। জাতীয় শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বক্ষিমবাবুর রচিত এই গানটিকে গ্রহণ করে ইংরেজদের বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে সেই সময়ে বক্ষিমচন্দ্র ‘বন্দে মাতরম’ বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত ‘স্বরাজ হিন্দ’ বইতে

ই-লার্নিং শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করছে ইউজিসি

শিক্ষা ব্যবস্থার একেবারে পরিবর্তন করে দিয়েছে। ক্লাস শিক্ষা ছাড়াও ই-লার্নিং করার কথা ভিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে ইউজিসি। এমন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজ এখন ই-লার্নিং ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের অধ্যাপকেরা নির্দিষ্ট সময়ে ধরে তারা ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শিক্ষিকেরা যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রদের পড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। বাসে ট্রামে করে ছাত্রদের আর আসতে হচ্ছে না কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাত্তায় যানজাটের কোনও বালাই নেই। ট্রেন ধরতে ইঁপকরা করতে হবে। সবাই ঘরে বসে নির্দিষ্ট সময়ে ধরে পড়াশুনা করতে পারবে সর্কলেই। শিক্ষকেরা ঘরে বসে তাদের অধ্যাপনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। শিক্ষকেরা বহু বই নিজদের কাছে রেখে ছাত্রদের সরাসরি পড়াশুনা পাঠ চালিয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে। বহু ছাত্ররা এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শিক্ষকেরা যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ পাঠ দিতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। ই-লার্নির ওপরে এখন চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে ইউজিসি। তারা খতিয়ে দেখে যে ই-লার্নিনিংয়ে ভালো শিক্ষাপাঠ করানো সম্ভব। ছাত্রদের ক্লাসে যোগ দেওয়ার মানসিক চাপ থাকে না। ঘরে বসে ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছ থেকে সব কিছু প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারছে এবং খাতায় সেইওলোকে লিপিবদ্ধ করতে কোনও বাধা থাকছে না। একেবারে নির্ভয়ে পড়াশুনা পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। আগামী দিনে ক্লাসে বসে আর পড়াশুনা করানো সম্ভব হবে না। একেবারে গালাগাদি করে বাসে ক্লাসের অধ্যাপকদের কাছ থেকে নোট নেওয়ার দিনও শেষ। এখন বহু গৃহে শিক্ষকেরা ভিডিও এর মাধ্যমে তারা প্রাইভেট টিউশনি করতে সক্ষম। তার ফলে টিউটোরিয়ালে এসে পড়াশুনা করতে হবে না। ইউজিসি শুধু প্রাকটিক্যাল ক্লাসে যোগদান করতে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার অনুমতি দিচ্ছে। প্রাকটিক্যাল ক্লাস তো আর কম্পিউটারের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় না। তবে প্রতিটি প্রাকটিক্যাল ক্লাসে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করা একেবারে কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতিটি প্রাকটিক্যাল ক্লাসে সোশ্যাল ডিসট্যান্স রক্ষা প্রকটিক্যাল করতে হবে সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে ইউজিসি। বলা হয়েছে যে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে এক সঙ্গে ছাত্রদের ভিড় না করিয়ে চার অংশ ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন দিনে একবার করে ক্লাস করতে। এর ফলে ছাত্ররা সোশ্যাল ডিসট্যান্স বজায় রেখে প্রাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারেন এবং শিক্ষকেরাও সোম্যাল ডিসট্যান্সের মাধ্যমে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। যদিও এটা সময় নেবে।

হেরিটেজ ঃ রক্ষা বন্ধন

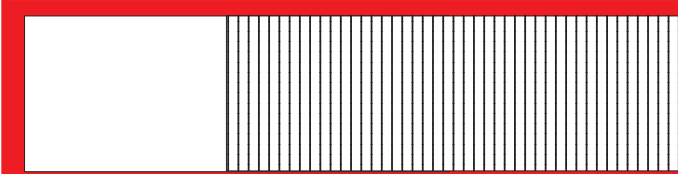
রক্ষা বন্ধ না রাখি উৎসব সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সবাইকে সামিল হতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবার হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমান সবার হাতে রাখি পরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ নিজে রচিত করে পদযাত্রা গান গেয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই থেকে বাংলায় রাখি উৎসব শুরু

দেবে না। তারপর থেকে রাখি উৎসব বেশি করে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে। শ্রীকৃষ্ণও রাখি উৎসব পালন করতেন। তিনি এই উৎসব করার পক্ষে ছিলেন। মহাভারতে দেখতে পাওয়া য়াতি রাখি উৎসব করে পাণ্ডব এবং তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করছেন। রাখি উৎসব



হচ্ছে অন্তরের উৎসব। এটা উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে মনের ভিতর থেকে। ভাই বোনের সম্পর্ক তৈরি হয় রাখি উৎসব পালনের মাধ্যমে দিয়ে। বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি পড়িয়ে দায়। ভাইয়েরা বোনদের সম্মান রাখার প্রতিজ্ঞা করে। আসলে মেয়েদের সুরক্ষিত করার জন্যই

রাখি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা মেয়েদের এক সময়ে খুব প্রয়োজন ছিল। তখন এতো কঠোর ছিল না আইন কানুন। ধর্মের ওপরে ভিত্তি করে সমাজে ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। মাঝ যুগে নারীরা খুব স্বাধীন ছিল না। তারা সব সময়ে পরাধীন জীবন যাপন করতো। এর ফলে মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা অনেক সময়ে বিলুপ্ত হতো। রাখি উৎসব পড়িয়ে দেয়া। ভাই বোনের সম্পর্ককে একটি শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করায়।



আগ্রা‌ইটিসের ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

দুরন্ত বার্তা ১ : আগ্রা‌ইটিস শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। এই ধরনের রোগের কারণ ও করণীয় সম্পর্কে আমরা অনেক‌ই তেমন কিছু জানি না। আগ্রা‌ইটিস হচ্ছে হাড় অথবা হাড়ের জোড়ার সংক্রমন। বাংলায় এটিকে বাত বলা হয়।

রিউমাটয়েড আগ্রা‌ইটিস ১ এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বাত ব্যথা। কর্মক্ষম দেহ কলার ক্ষতিজনিত অশ্রু্তিকর অনুভূতিকে ব্যথা বলা হয়। একে বলা হয় অটো-ইমিউন ডিজিস। এই রোগে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনাকে প্রতিরক্ষা করার পরিবর্তে আপনার দেহের কোন একটি অঙ্গ অথবা জয়েন্টের বিরুদ্ধে কাজ করে। ওই জয়েন্টে সংক্রমন হওয়ার ফলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে এই রোগ হয় বলে অনেক বিজ্ঞানীদের ধারণা।

রিউমাটয়েড হ্যান্ড ১ এই আগ্রা‌ইটিসে আক্রান্ত হলে হাতের আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যায়। হাতের আঙুলগুলো বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে।

সোয়াননেক ডিফর্মিটি ১ হাতের আঙুল বাঁকা হয়ে রাজসূঁসের গলার মতো হয়। বাটন হোল ডিফর্মিটি সূচ দিয়ে কাঁথা সেলাই করতে গেলে তর্জনী আঙুল যে রূপ ধারণ করে তেমন হয়।

জেড ডিফর্মিটি ১ হাতের আঙুল ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর জেড এর আকার ধারণ করে-আঙুলের মাংস দুর্বল হয়ে পড়ে। এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় রিডম‌টিয়েড হ্যান্ড বা হাত।

অসিওআগ্রা‌ইটিস ১ আমাদের দেহের যে কোনো জয়েন্টের দুটি হাড়ের মাঝখানে তরুণাঙ্ঘি থাকে, এর ফলে আমরা খুব সহজেই নড়াচড়া ও হাঁটাচলা করতে পারি। অসিওআগ্রা‌ইটিসে তরুণাঙ্ঘি ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। শরীরের যে কোনো হাড়ের জয়েন্টে এই রোগ হতে পারে, ভার বহনকারী জয়েন্টে হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

আগ্রা‌ইটিস কেন হয় ১ অন্যতম কারণ বয়োবৃদ্ধি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণাঙ্ঘিতে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং প্রোটিনের পরিমাণ কম‌তে থাকে। সেজন্য তরুণাঙ্ঘিও ক্ষয় হতে থাকে। শারীরিক ওজন বেশি থাকলে বিভিন্ন জয়েন্টের ওপর বেশি চাপ পড়ার কারণে এই রোগ হতে পারে। জন্মসূত্রে কারও কারও এই রোগ হতে পারে। **স্পনডিলাইটিস** ১ আমাদের মেরুদণ্ড অনেক ছোট ছোট কশেরুকা (ভার্টিব্রা) দ্বারা গঠিত। স্পনডিলাইটিস হল মেরুদণ্ডের কশেরুকার সংক্রমন। এই রোগের উপসর্গ হল ঘাড়ে, কাঁখে, পিঠে, কোমরে, বা মাঝায় ব্যথা। ঘাড় ঘোরাতে, শরীর বাঁকাতে এবং হাঁটাচলা করতে প্রচণ্ড অসুবিধা হতে পারে। এছাড়া হালকা জ্বর, ক্ষুধামন্দা এবং ওজন হ্রাস পাওয়া হচ্ছে এই রোগের উপসর্গ।

এ রোগ কাদের হওয়ার আশঙ্কা বেশি ১ সাধারণত গ্রিশ বছরের পরে হয়। যারা অনেকক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করেন এবং অতিরিক্ত টেনেশন যাদের নিতাসঙ্গী তাদের এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। বংশগত কারণেও হতে পারে।



গাউট-বা গাউটি আগ্রা‌ইটিস ১ গাউট-এ্যাকুট হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা শুরু হল-পায়ের বৃদ্ধাঙুলে। ফুলে গেল, লাল হয়ে গেল। ব্যথার তীব্রতা সাধারণত শেষ রাতে অথবা সকালে বেশি হয়। ব্যথার তীব্রতায় বা যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যায়। ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি অল্প অল্প ব্যথা থেকে পরে তীব্র ব্যথা হতে পারে। অন্যান্য ছোট ছোট হাতের গিরা, পায়ের গিরা বা জয়েন্ট ফুলে গিয়ে যন্ত্রণা শুরু হয়। রোগের বর্ণনা থেকেই রোগ নির্ণয় করা যায়। খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। বংশগত কারণে গাউট হতে পারে। অন্যান্য কারণ যেমন-যারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে। এছাড়া যেসব খাবারে পিউরিন বেশি থাকে সেসব খাবার বেশি খেলে গাউট হতে পারে। কিডনি বিকল রোগ, ডাইউরেটিক জাতীয় ওষুধ সেবন, টিবি রোগের ওষুধ সেবন এবং আরও অন্যান্য রোগের কারণেও গাউট হতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪০ বছরের পরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বয়সের পরে গাউটে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। গাউটে আক্রান্ত রোগীদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতেই হবে। যেমন- লাল মাংস, ডেড়া, হরিণের মাংস না খাওয়া, ফুল কপি, বাঁধা কপি, যি, মাখন চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া। গাজর, মটরশুঁটি, শিম, বরবটি, কলিজা, মগজ, কই মাছ, ইলিশ মাছ, গুঁড়ো মাছ, পুঁইশাক, পালংশাক ইত্যাদি খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। যাদের বংশে আগ্রা‌ইটিসের রোগী

আছে তাদের ওপরের খাবার কম খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাবার না খাওয়া উত্তম। শরীর ব্যথা, বাতের ব্যথা, অনেক‌ই না জেনে, না বুঝে ওষুধের লোকনাদারের নিকট থেকে বেদনানাশক ওষুধ কিনে খাচ্ছেন মোয়া-মুড়কির মতো। এই ওষুধ ২-৪-১০ দিন খাওয়া যেতে পারে। কোন অবস্থাতেই মাসের পর মাস খাওয়া যাবে না। দীর্ঘমেয়াদি বেদনানাশক ওষুধ সেবনে কিডনি বিকল রোগ হয়। উচ্চ রক্তচাপের জন্ম হয়। গ্যাস্ট্রিক আলসারসহ বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। অনেকে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সেবন করেন। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

বেদনানাশক ওষুধ সেবন‌ই আগ্রা‌ইটিস চিকিৎসার মূল কথা নয়। অনেক সময় অর্ধপেডিক (হাড় ও জোড়া রোগ বিশেষজ্ঞ) সার্জন, নিউরোমেডিসিন ও নিউরোসার্জনের পরামর্শের প্রয়োজন হয়। প্রায় প্রতিটি মেডিকেল কলেজেই ফিজিওথেরাপি সেন্টার, ক্লিনিকগুলোতেও ফিজিওথেরাপি বিভাগ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন রোগের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ‘রে’-য়েটিকে সাধারণ জনগণ বলেন সেকঁ দেওয়া। সর্বোপরি আছে এক এক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম। আপনার যদি কোমর ব্যথা হয় তার জন্য এক ধরনের ব্যায়াম, যদি ঘাড় ব্যথা হয় তার জন্য এক ধরনের ব্যায়াম, যা কিনা রোগের ধরন ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে দেওয়া হয়।

জ্বর রুখতে ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতি

দুরন্ত বার্তা ১ : জ্বর কোনো রোগ নয় এটি রোগের উপসর্গ। কারো দেহের তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে গেলেই ঘরে নিতে হবে তার জ্বর হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য ডেঙ্গুর সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে ডেঙ্গু হোক বা অন্য কোনো জ্বর হলেই যে চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হবে বা ওষুধ খেয়ে কমাতে হবে, ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। বেশির ভাগ জ্বরই ভাইরাসজনিত, যাতে কোনো ওষুধ লাগে না। এমন‌তেই পাঁচ ঘণ্টেকো ডেঙ্গু হয়েছে, তারা খুব সাবধানে থাকুন। -রাতে এটির ব্যবহার কমিয়ে দিন। ঘর ঠাণ্ডা হওয়ার পর এসি বন্ধ করে ঘুমাতে হ‌য়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে -জ্বর হওয়ার প্রথম তিন দিন শুধু সঠিক পরিমাণে প্যারাসিটামলজাতীয় ট্যাবলেট খান। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামলের পরিবর্তে এনএস এইড বা ব্যথানাশক ওষুধ যেমন- আইবুপ্রোফেন, অ্যাসপিরিন বা কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন না। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে রোগীর মূত্রও হতে পারে। -একবারে প্রথম ঘণ্টাই শরীরে যেন তরলের জেগান ঠিক থাকে সে জন্য তেঁস্তা কম পেয়েও পর্যাপ্ত জল বা শরীরের ওপর কোনো চাপ দেবেন না।

শিশুদের ক্ষেত্রে -জ্বরের সময় বিশ্রাম নিলে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা কমে এবং রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাই জ্বরের লক্ষণ দেখা দিলে বা জ্বর হওয়ার প্রথম দিন থেকেই পূর্ণ বিশ্রামে চলে যান। এই সময় কোনো ধরনের কায়িক পরিশ্রম করবেন না বা শরীরের ওপর কোনো চাপ দেবেন না।

-যাঁরা ডায়াবেটিস, হার্ট, কিডনি, লিভার বা অন্য জটিল অসুখে ভুগছেন বা আগেও কখনো ডেঙ্গু হয়েছে, তারা খুব সাবধানে থাকুন। -রাতে এটির ব্যবহার কমিয়ে দিন। ঘর ঠাণ্ডা হওয়ার পর এসি বন্ধ করে ঘুমাতে হ‌য়।

-দাঁতের মাড়ি, মল বা মূত্রের মধ্য দিয়ে রক্তপাত হলে খুব সাবধান হোন। রোগীর প্রাউলেট কাউন্ট কমে গেলেই তেমনটা হয় সাধারণত।

-কারো ডেঙ্গু হলে মশারি ব্যবহার করে রোগীকে আলাদা রাখুন। এতে অন্যান্যও রক্ষা পাবে।

-যদি মনে হয় পরিস্থিতি ক্রমেই নাগালের বাইরে যাচ্ছে, তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিন বা হাসপাতালের দ্বারস্থ হ‌য়। **শিশুদের ক্ষেত্রে** -জ্বরের সময় জলশূন্যতা প্রতিরোধে দুরন্ত বার্তা ১ এবারের বর্ষা অনেকটা ভিন্ন। লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রচন্ড গরম, আর্দ্রতা ও ভাপসা আবহাওয়ায় ব্লক বা ব্লকের খোসপাঁচড়া, ফান্দাল ইনফেকশন, প্যারানাইসিটি, স্নায়ুবিজ লিগ্নিট নানা ধরনের ব্লকের অসুখ ও এলাজর্জিনিত রোগের উপদ্রব। ফলে বর্ষাজনিত রোগ না বলে এই সময়ের রোগবলাই বলাই ভালো। এই সময়ে যে কটি চর্মরোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তার মধ্যে ঘামাচির পরই ছত্রাকজনিত চর্মরোগ অন্যতম। সাধারণত লাগাতার বৃষ্টির কারণে অনেক সময় হঠাৎই বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। আবার রান্ধা-ঘাট স্যাঁতসেঁতে ও ভিজা থাকায় ময়লা জল শিশুর ব্লকে বা পায়ের ব্লকে লাগলে মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে। ব্লক ভেজা থাকলে সহজেই ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করতে পারে। বৃষ্টির জল লাগলে তা পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে ও শরীর ভালোভাবে মুছে দিতে হবে। ছত্রাকের আক্রমণ, ছত্রাকের আক্রমণকেই বর্ষাকালের প্রধান রোগ বা বর্ষাজনিত রোগ বলে। চিকিৎসায় এই রোগটি সহজেই ভালো হয়। হতাশার দিক হচ্ছে যে কিছুদিন যেতে না-যেতেই পুনরায় দেখা দেয়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটু ভালো হওয়ামাত্রই রোগী ওষুধটি বন্ধ করে দেয়। আবার যারা ঠিকমতো ওষুধ ব্যবহার করে, তারাও কিন্তু ঠিকমতো ব্যবহার্য কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে রাখে না। ফলে খুব সহজেই কাপড়-চোপড় থেকে পুনরায় ছত্রাক দেহে প্রবেশ করে এবং সে কারণেই এই রোগটি কিছুদিনের মধ্যে পুনরায় দেখা দিতে পারে। মূলত তিন ধরনের ছত্রাক রোগ এই সময়ে হতে পারে, যেমন- ১. দাদ ২. ছুলি ও ৩. ক্যান্ডিডিয়াসিস। এই তিন ধরনের ছত্রাক প্রজাতির সবই মূলত ব্লকের বাইরের অংশকে আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণ স্যাঁতসেঁতে, নোংরা, খর্ষাক্ত দেহে সবচেয়ে বেশি হতে দেখা যায়। দাদ শরীরের যে কোনো স্থানে দেখা দিতে পারে। তবে দেখা গেছে, সাধারণত অঙ্গের, পেট, কোমর, পাছা, পিঠ, মাথা, কঁচকি ইত্যাদি স্থানে বেশি আক্রান্ত হয়। টিনিয়া ভারখিকলার বা ছুলিও একটি

আগ্রা‌ইটিসের চিকিৎসায় ব্যায়ামের গুরুত্ব অপরিহার্য। আগ্রা‌ইটিস যে কারণের জন্য হয়েছে সে কারণকে রোগ নির্ণয় পূর্বক চিকিৎসা করা হলে সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। চিকিৎসার পূর্বশর্ত রোগ নির্ণয় করা, রোগ নির্ণয়ের পূর্বশর্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিসগুলো মেনে চলবেন, কীভাবে বসে কাজ করবেন? কীভাবে গাড়ি চালাবেন? কীভাবে বালিশে শোবেন? ঘরবাড়ির কাজে করণীয়, ভা‌রি জিনিস তোলার সময় সতর্কতা, সেলুনে ম্যাসাজ একেবারেই নিষেধ, হাইহিল বিপত্তি, জুতের কিস্তে বাঁধবেন কীভাবে? শিশুকে কোলে নেন‌বন কিভাবে, বিছানার তোলক কেন্নন হওয়া উচিত? আগ্রা‌ইটিস নিয়ে সুস্থ থাকার ৭টি উপায়-

-যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

-আপনার রোগের ধরন এবং নিরাময় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন।

-ব্যথার ওষুধ বেশি ব্যবহার না করে জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করুন।

-মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকুন।

-অতিরিক্ত বিশ্রামের পরিবর্তে কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করুন।

-ব্যায়াম করাকে একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করুন।

-অবসর সময় প্রিয়জনের সঙ্গে অতিবাহিত করুন।

যে কয়েকটি ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন

-টেবিলে বসে বুক্কে পড়াশোনা করবেন না।

-নারম গদি-তোশক এবং উঁচু বালিশ বেগ্নি ব্যবহার করবেন না।

-দেহের মেদ কমান-পুষ্টি‌কর খাবার খান।

-টেনশন কমান।

-প্রতিদিনই হালকা কিছু ব্যায়াম করুন।

-নিয়মিত কাজে পরিশ্রম করুন।

-শীতকালে ঠাণ্ডায় এবং বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বয়স্করা সাবধানে থাকবেন।

-চিকিৎসকের পরামর্শ মতো দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং ওষুধ সেবন করবেন।

-স্বাস্থ্যদান সুখী মানুষ কখনও অতীত বা ভবিষ্যতে বসবাস করে নে।

যে সব সময়ই বাস করে বর্তমানে।

-প্রা‌র্থনা রোগের উপসর্গ কমায় এবং সুস্থতার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

-রাগ-ক্ষোভ, ঈর্ষা, সন্দেহ দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করে। এগুলো ঝেড়ে ফেলুন, আপনার সুস্থ থাকার সার্থ্য্য বেড়ে যাবে।

-উপদেশ-সম্পূর্ণ বিশ্রাম-৩-৭ দিন।

-মা‌লিশ নিষেধ, এক বালিশ ব্যবহার করবেন, শক্ত ও সমান বিছানায় ঘুমাবেন, ফোম, জাজিম ব্যবহার, সামনে বোঁকা, ভা‌রি কাজ, গরম সেকঁ নিষেধ। উঁচু কোমড ব্যবহার করবেন। নিচে বসা নিষেধ, সোজা হয়ে বসবেন। মগে স্নান করবেন না, শাওয়ার ব্যবহার করবেন, কোমরে বেল্ট (করসেট) পরবেন, যার ঘাড়ে সমস্যা তারা কলার ব্যবহার করবেন।

ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকুন

দুরন্ত বার্তা ১ : রাজ্যজুড়ে বর্ষা আগমনের সাথে সাথে ডেঙ্গুর আবির্ভাবও ঘটেছে। তবে বাংলায় ডেঙ্গু এখনও সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি। সাধারণ মানুষের সতর্কতার জন্য ডেঙ্গু মহামারীর রূপ নিতে পারেনি এখনও এখনও। বিক্ষিপ্ত কয়েক জনের ডেঙ্গুর খবর পাওয়া গেছে। বিষয়টি খুবই ইতিবাচক। ডেঙ্গুজ্বরের উৎপত্তি ডেঙ্গু ভাইরাসের মাধ্যমে এবং এই ভাইরাসবাহিত এডিস ইজিপ্টাইন নামক মশার কামড়ে হয়ে থাকে। ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি চার থেকে ছয়দিনের মধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়। এবার এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে সেই মশাটি ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন থেকে অন্যজনে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়িয়ে থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, ডেঙ্গু হেমোরজিক ফিভারে রক্তে প্রাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায় বা হেমাটোক্রিট (রক্তের মোট পরিমাণের সঙ্গে লোহিত কণিকার মোট পরিমাণের অনুপাত) ২০ শতাংশের বেশি বেড়ে যায়। এর সঙ্গে রক্তনালিতে রক্তপাতের কারণে প্রোটিন কমে যাওয়া, বুকে-পেটে জল জমাসহ অন্যান্য জটিলতাও দেখা দেয়। সাধারণত দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আক্রান্ত হলে ডেঙ্গু হেমোরজিক ফিভার হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গুকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে। সে অনুযায়ী ডেঙ্গু তিন প্রকার। ১. সতর্কসংকেতহীন ডেঙ্গু ২. সতর্কসংকেতসহ ডেঙ্গু এবং ৩. মারাত্মক বা সিভিয়ার ডেঙ্গু।

ডেঙ্গুর লক্ষণসমূহ ১ ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্বরে সাধারণত তীব্র জ্বর ও সেই সঙ্গে শরীরে প্রচন্ড ব্যথা হয়। জ্বর ১০৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। শরীরে বিশেষ করে হাড়, কোমর, পিঠিসহ অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা হয়। এছাড়া মাথাব্যথা ও চোখের পেছনে ব্যথা হয়। অনেক সময় ব্যথা এত তীব্র হয় যে, মনে হয় হাড় ভেঙে যাচ্ছে। তাই এই জ্বরের অনেক নাম ‘ব্রেক বোন ফিভার’। জ্বর হওয়ার ভেত্রে বা পাঁচদিনের সময় শরীরজুড়ে লালচে দানা দেখা যায়। একে বলা হয় স্কিন র্যাশ, অনেকটা অ্যালার্জি বা ঘামাচির মতো। এর সঙ্গে বমি বমি ভাব এমনকি বমি হতে পারে। রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করে এবং ক্রটি কমে যায়। কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে এর দুই বা তিনদিন পর আবার জ্বর আসে। একে ‘বাই ফেজিক ফিভার’ বলে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ১ বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এ সময় অধিক সতর্ক থাকুন। ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার জলে বংশ বিস্তার করে। অফিস, ঘর ও আশপাশে জল জমতে দেবেন না। যে কোনো পাত্র জমিয়ে রাখা বা জমে থাকা জল ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন। এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারি ব্যবহার করুন। মশা তاذনোদর ওষুধ বা স্প্রে ব্যবহার করুন। ফুলের টবে, এলি বা ফ্রিজে রাখা বা অন্যকোনো স্থানে বদ্ধ জল থাকলে তা পরিষ্কার করুন। ঘরের আনাচে-কানাচে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় মশার ওষুধ বা স্প্রে ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের মূল মন্ত্রই হলো এডিস মশার বিস্তার রোধ এবং এই মশা মেনে কামড়াতো না পারে তার ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে, এডিস একটি ভদ্র মশা, অভিজাত এলাকায়, বড় বড়, সুন্দর সুন্দর দালান কোঠায় এরা বসলে সবার কাছে স্বচ্ছ পরিষ্কার জলে এরা ডিম পাড়ে। ময়লা-দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেনের জল এদের পছন্দ নয়। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার ডিম পাড়ার উপযোগী স্থানগুলোকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে মশা নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

-বাড়ির আশপাশের খোপখাড়, জঙ্গল, জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

-যেহেতু এডিস মশা মূলত এমন বস্তুর মধ্যে ডিম পাড়ে, যেখানে স্বচ্ছ জল জমে থাকে। তাই ফুলদানি, অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোলা, পরিত্যক্ত টায়ার ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে।

-ঘরের বাথরুমে বা কোথাও জমানো জল পাঁচদিনের বেশি যেন না থাকে।

অ্যাকোয়ারিয়াম, গ্রিজ বা এয়ারকন্ডিশনারের নিচেও যেন জল জমে না থাকে।

-এডিস মশা সাধারণত সকালে ও সন্ধ্যায় কামড়ায়। তবে অন্য কোনো সময়ও



কামড়াতে পারে। তাই দিনের বেলা শরীরে ভালোভাবে কাপড় ঢেকে বের হতে হবে, প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের দরজা-জানালায় নেট লাগাতে হবে।

-দিনের বেলায় মশারি টাঙিয়ে অথবা কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমাতে হবে।

-বাচ্চাদের যারা স্কুলে যায়, তাদের হাফ প্যান্ট না পরিয়ে ফুল প্যান্ট পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে।

-মশা নিধনের স্প্রে, কয়েল, ম্যাট ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মশার কাম। থেকে বাঁচার জন্য দিনে ও রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে।

-ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, যাতে করে কোনো মশা কামড়াতো না পারে।

ডেঙ্গুজ্বরের মশাটি এদেশে আগেও ছিল, এখনো আছে, মশা প্রজননের এবং বংশবৃদ্ধির পরিবেশও আছে। তাই একমাত্র সচেতনতা ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই এর হাত থেকে বাঁচা সম্ভব।

ডেঙ্গুর প্রতিভা‌কর ১ তীব্র জ্বর, মাথা ব্যথা ও মাংসপেশিতে ব্যথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিককালে এবং ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে। জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান। জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন। জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন। ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই মশারির ভেতরে রাখুন। বিশ্রাম নিন এবং রক্তচাপ কমে যাচ্ছে কিনা নিয়মিত পরীক্ষা করুন।

চিকিৎসা ১ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগী সাধারণত পাঁচ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। এমনকি কোনো চিকিৎসা না করলেও। তবে রোগীকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই চলতে হবে। যাতে ডেঙ্গুজনিত কোনো মারাত্মক জটিলতা না হয়। ডেঙ্গুজ্বরটা আসলে গোলমেলে রোগ, সাধারণত লক্ষণ বুকেই চিকিৎসা দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামে থাকতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে জল, শরবত, ডাবের জল ও অন্যান্য তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। খেতে না পারলে দরকার হলে শিরাপথে স্যালাইন দেওয়া যেতে পারে। জ্বর কমানোর জন্য শুধু প্যারাসিটামল জাতীয় ব্যথার ওষুধই যথেষ্ট। এসপিরিন বা ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ব্যথার ওষুধ কোনোক্রমেই খাওয়া যাবে না। এতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়বে। জ্বর কমানোর জন্য ডেঙ্গা কাপড় দিয়ে গা মোছাতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, ডেঙ্গু হেমোরজিক ফিভারে রক্তে প্রাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায় বা হেমাটোক্রিট (রক্তের মোট পরিমাণের সঙ্গে লোহিত কণিকার মোট পরিমাণের অনুপাত) ২০ শতাংশের বেশি বেড়ে যায়। এর সঙ্গে রক্তনালিতে রক্তপাতের কারণে প্রোটিন কমে যাওয়া, বুকে- পেটে জল জমাসহ অন্যান্য জটিলতাও দেখা দেয়। সাধারণত দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আক্রান্ত হলে ডেঙ্গু হেমোরজিক ফিভার হয়।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ১ বাত রোগের লক্ষণ কি?

উত্তর ১ বাতের সমস্যা সাধারণত বৃদ্ধাঙ্গুলিতে প্রথম দেখা দেয়। এর প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে প্রদাহ, ব্যথা, অস্থিসন্ধি লাল হয়ে যাওয়া, অস্থিসন্ধি ফুলে যাওয়া ইত্যাদি। বাতে পায়ের আঙ্গুল নাড়াতে তীব্র ব্যথা হয় অনেক সময় রোগীরা বলে থাকে যে, চাঁদরের স্পর্শেও ব্যথা লাগে। বাতের লক্ষণগুলো খুব দ্রুতই দেখা দেয়, যেমন কখনো কখনো একদিনের মধ্যেই দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে একটি মাত্র অস্থিসন্ধিতে লক্ষণ দেখা দেয়। বিরল ক্ষেত্রে ২-৬টি অস্থিসন্ধিতে এক সঙ্গে ব্যথা হয়। যদি অনেক স্থানে এক সঙ্গে লক্ষণ দেখা দেয়, তবে হয়তো তা বাতের কারণে নাও হতে পারে। তবে চিকিৎসা না করা হলে বাত অস্থিসন্ধির যথেষ্ট ক্ষতি করতে এমনকি চলন ক্ষমতাও হ্রাস করতে পারে।

প্রশ্ন ১ বাত কেন হয়?

উত্তর ১ মূত্রের মাধ্যমে স্বাভাবিক যে পরিমাণ ইউটরিক এসিড বেরিয়ে যায়, এর বেশি যকৃত তৈরি করলেই রক্তে ইউটরিক এসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অথবা খাবারের মাধ্যমে বেশি পরিমাণ ইউটরিক এসিডের উৎস যেমন- লাল মাংস, ক্রিম, রেড ইয়ার- ইত্যাদি গ্রহণ করলে এবং কিডনি রক্ত থেকে যথেষ্ট পরিমাণে তা পরিশোধন করতে না পারলে বাতের উপসর্গগুলো দেখা দেয়। অস্থিসন্ধিতে ইউটরিক এসিড জমার কারণেই বাত হয়ে থাকে। শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি রোগীর ক্ষেত্রেই বাতরোগের পারিবারিক ইতিহাস থাকে। যেসব কারণে বাতরোগের ঝুঁকি বাড়ে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ডায়াবেটিস, শরীর মোটা হয়ে যাওয়া, কিডনির রোগগুলো, সিকল সেল এনিমিয়া (এক ধরনের রক্তস্ফন্নতা)। নিয়মিত অ্যালকোহল পান করলে তা দেহ থেকে ইউটরিক এসিড বের করে দেওয়ায় ব্যথা দেয় এবং প্রকারণ্তরে বাতের ঝুঁকি বাড়ায়। কিছু কিছু ওষুধ যেমন- অ্যাসপিরিন, বিভিন্ন ডাঁই-ইউরেটিকস, লিডোডোপা, সাইক্লোস্‌পারিন ইত্যাদি অনেক সময় বাতের ঝুঁকি বাড়ায়।

প্রশ্ন ১ হঠাৎ শ্বাসটান উঠলে কি কি করা উচিত?

উত্তর ১ হাঁপানি রোগীদের আকস্মিক টান উঠাটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে হঠা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, বিশেষাঙ্গি লাগলে, ঘর ঝাড়-মোছ করলে বা ফুলের পরাগ রোগের সম্পর্শে রোগীর হাঁপানির টান ওঠে। ভাইরাস সংক্রমণ, সর্দিকাশিও এই সমস্যার জন্য দায়ী। হঠাৎ এমন হলে রোগীকে সোজা হয়ে বসতে বলুন ও অশ্রুস্ত করুন যে কিছুই হয়নি, আতঙ্কের কিছু নেই। উ পশমকারী সালবিউটামল বা সালবিউটামল ও ইপারট্রোপিয়াম যুক্ত ইনহেলার স্পেসারের সাহায্যে ধীরে ধীরে পাঁচটি চাপ নিন। স্পেসার না থাকলে কাগজের ঠোঙা ব্যবহার করতে পারেন। স্পেসারের মধ্যে প্রতিবার এক চাপ দিয়ে তা থেকে পাঁচবার শ্বাস নিতে হবে। এভাবে পাঁচবার চাপ দিন। বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে খোয়াল করুন, শ্বাস বড় করে ওষুধ ঠিকমতো টেনে নেওয়া হচ্ছে কিনা, খেয়ে ফেলে কাজ হবে না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। বিশ্রাম নিন। তারপরও শ্বাসকষ্ট না কমলে আবার পাঁচ চাপ নিন। এভাবে মোট পাঁচবার (মোট ২৫ চাপ) নেওয়া যেতে পারে। এরপরও শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির টান না কমলে রোগীকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিতে হবে বা নেবুলাইজার যন্ত্রের সাহায্য লাগবে।

চাপ করে ইনহেলার নিতে থাকবেন। শুরুতেই জিহ্বা, নখ বা আঙুল নীল হয়ে এলে, শ্বাসকষ্টের জন্য কথা না বলতে পারলে বা চেতনা হারিয়ে যেতে থাকলে দ্রুত হাসপাতালে নেয়াই ভালো। এক্ষেত্রে নেবুলাইজার ছাড়াও অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। প্রশ্ন ১ আমার সন্তানের বয়স ১২। তার মুখে হেঁচটে ছোট মুক্তার দানার মতো সাদা ফুসকুড়ি রয়েছে। আমি এতে আতঙ্কিত।

উত্তর ১ আপনার রোগটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। খালিচোখে না দেখে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ১ আমার দু’পায়ের তলায় অনেক ফাটা হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। অনেক ওষুধ ব্যবহার করেছি। কমছে না। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।

উত্তর ১ আপনার পায়ের রোগটির নাম- ক্র্যাককাণ্ড। এটি একটি সংক্রমন জনিত রোগ। ব্লক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এটি নির্মূল করা সম্ভব।

গ্রেফতারি চেয়ে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ আগস্ট : আদিবাসী তরুণীকে নির্বাতনের ঘটনায় অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবীতে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার সুপরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলা। সকাল থেকে চলা এই অবরোধের জেরে বাঁকুড়া খাতড়া রাস্তায় যান চলালো স্ত্রুতা। অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ার দিয়েছে আদিবাসী ওই সংগঠন। বাঁকুড়ার খাতড়া থানা এলাকার একটি গ্রামে আদিবাসী এক তরুণী শনিবার বিকেলে মাঠে গরু চরাতে যান। অভিযোগ সেই সময় এক যুবক আমকইই সেখানে হাজির হয়ে ওই আদিবাসী তরুণীকে শারিরিক ভাবে হেনস্থা ও নির্বাতন করে। পরে ওই যুবকের হাত ছাড়িয়ে কোনোরকমে পারিয়ে যান ওই তরুণী। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কনৈনি পুলিশ। অবিলম্বে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতারের দাবীতে আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল আজ জমলা থেকে পথে নামে। সুপরের কাছে বাঁকুড়া খাতড়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে খাত ডাা থানার পুলিশ অবরোধস্থলেও পৌঁছালেও অবরোধকারীদের সরানোে যায়নি। অবরোধকারীদের দাবী যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অভিযুক্ত যুবক গ্রেফতার না হচ্ছে ততক্ষণ এই অবরোধ তাঁরা চালিয়ে যানোে।

গাঁজা পাচারচক্র

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১৩ আগস্ট : ছদ্মবেশে গাঁজা পাচার চক্রকে ধরল কোলাঘাট থানার পুলিশ। উদ্ধার প্রায় ৪০ কিলোগাঁজা। টোটাতে করে গাঁজা পাচারের সময় মেচেসায় প্রায় ৪০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার ও ৫ জন। পুলিশ গোান সূত্রে খবর পেয়ে ও ৫ জন গাঁজা পাচারকারীকে আটক করে। ঘটনাস্থলে যান তমলুকের এসডিপিও সাকিব আহমেদ এবং তমলুকের ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, উড়িয়া থেকে আসার পথে মেচেসা থেকে একটি টোটাে করে তমলুকের দিকে যাওয়ার পথে গাঁজা পাচারকারীদের কাছ থেকে প্রায় ৪০কিলো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। পাচারকারীরা তমলুকের চন্দ্রপুরের এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। ইতিমধ্যে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, তমলুকের বিভিন্ন এলাকা এই গাঁজাগুলো পাচার করা হচ্ছিল। এই চক্র আর কারা যুক্ত আছে এবং ভিন্ন রাজ্য থেকে এই গাঁজা পাচারে কিভাবে বিভিন্ন রুট ব্যবহার করা হচ্ছে, তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বিভিন্ন মাদক পাচারের সময় এখন মহিলাদের ব্যবহার করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৩ আগস্ট : পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের জামুড়িয়া থানার পরামিয়ার জ্যেড জোনাকি মোড় সংলগ্ন এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল অরোহীরা। রবিবার দুপুরেরে এই ঘটমাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রবি মায়ি (৩৫)। বাড়ি জামুড়িয়া থানার রাজুরামডাঙ্গা এলাকায়। তিনি বাড়ির অদূরে একটি ইটভাটায় কাজ করতেন। এদিন দুপুরে সাইকেলে চেপে ইটভাটা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন রবি। সেই সময়ে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই রবির মৃত্যু হয়। দৃষ্টটনার পরই মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় জামুড়িয়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজ্য থেকে তৃণমূলকে সরানোর ডাক সুজনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ আগস্ট : প্রাণী ঘোষণার সাথে সাথে ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রারম্ভে নেমে পড়েছে সিপিএম। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট মনোনীত ও কংগ্রেস সমর্থিত প্রাণী হিসেবে সিপিএম প্রাণী হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র রায় নামে ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন। রবিবার বিকেলে ধূপগুড়ি কমিউনিটি হলে বামফ্রন্টের কর্মীসভা হয়ে গেলো। যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত, দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক জীবেশ সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক তথা ফরোয়র্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায়, সিট নেতা জিয়াউর আলম সহ অনেকে। এদিনের কর্মীসভায় ধূপগুড়ি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের কর্মীসভায় বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে সরব হন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেন, দুরন্তর রায় বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত সকলের প্রাণী। তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্য থেকে সরানোর শুরু হোক ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে থেকে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির ভোট কমিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কমিয়েছে, কংগ্রেস-বামফ্রন্টের ভোট বেড়েছে। তাই এবার ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রাণীর জয় হবে। এই জয় হবে ধূপগুড়ির মানুষেরো। তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যে এসএসসির মাধ্যমে বছর বছর শিক্ষক নিয়োগ হতো। এখন আর হয় না। তারপর যারা শিক্ষক হয়েছেন তারা নিশ্চিতে ঘুমাতো পাচ্ছেন না। কারণ তাদের চাকরির নিশ্চয়তা নেই। যে দেশে প্রধানমন্ত্রীর সার্টিফিকেট জাল, আর রাজ্যে এখন শিক্ষকদের সম্মান নেই। তিনি আরও

ডেঙ্গু সচেতনতা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৩ আগস্ট : রবিবার মেদিনীপুর শহরের বটতলা চক এলাকায় একটি সমাজসেবি সংগঠনের উদ্যোগে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক প্রচার করার পাশাপাশি ওই এলাকার ১০০টি পরিবারের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে মশারি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষক বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, সমাজসেবী গোপাল সাহা ও রাহুল কালে, সোসাইটির অন্যতম সদস্য রুমা মন্তল, সুদীপ্ত দে, গৌরী প্রতihar, অরুণ প্রতihar সহ অন্যান্যরা। ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে মেদিনীপুর শহরের বটতলা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন হওয়ার আবেদন জানানো হয়। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জানানো হয়। সেই সঙ্গে জমা জল দ্রুত সরিয়ে ফেলার জন্য প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের তারা জানান। সেই সঙ্গে কারো রহ হলে দ্রুত তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য জানানো হয়। ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না, সচেতন হয়ে ডেঙ্গু থাবা বসাতে পারবেনো। ওই এলাকার দরিদ্র পরিবারের ১০০ জনের হাতে ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলেই মশারি তুলে নেন। সোসাইটির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করবেন, মশারি ছাড়া খেতে রাত্তে খাবেন না। সমাজসেবী গোপাল সাহা বলেন ওই সোসাইটির উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয়। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এই সংগঠন সারা বছর ধরে সমাজ সেবামূলক কাজ করে। তাই করনার সময় যেমন মানুষের পাশে ওই সোসাইটি দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে তারা রাস্তায় নেমেছে। শুধু বটতলা চক এলাকা নয়, মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ওই সংগঠনের সদস্যরা গিয়ে মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করেন।

বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ আগস্ট : মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বিদ্যুৎ সপ্লাই অফিস সংলগ্ন রাস্তায় ১১ হাজার হোল্ডের লাইন কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বিষ্ণুজিৎ মণ্ডল(৩০)। তাঁর বাড়ি বিন্ধুপুর পুরসভায়। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ধনপতনগরে। রবিবার সকালে বিদ্যুৎ লাইনের তার বদলানোর সময় ওই কর্মী ১১ হাজার বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসেন। মৃত কর্মীর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রেলের অমানবিক নির্দেশিকায় হকারদের দুশ্চিন্তা

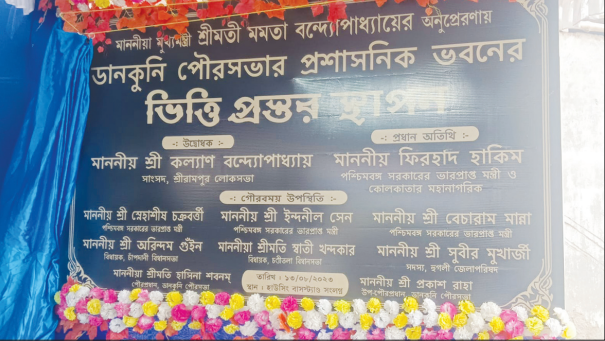
কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় হকাররা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ আগস্ট : রেলের অমানবিক নির্দেশিকায় হকারদের দুশ্চিন্তা, কর্মহীন হতে চলেছে হাজার হাজার হকার। বাঙালির বিভিন্ন উৎসব ঈদ কুরবানি ও দুর্গাপূজায় মানুষ রেলসফর করে। ভিড বাডে দু’পয়সা লাভেরে খুশি দেখেন হকাররা। এছাড়াও দৈনন্দিন রুজিরোজকারের জায়গা রেল। রেল যাত্রীদের খাবার বিক্রি করে হকারদের সংসার চলে। দুর্গা পূজার অর্ঘ্যেই হকার বিরোধী এক নির্দেশিকা জারি করলো পূর্ব রেল। দিল্লি থেকে জারি হওয়া তিন মাস আগে এই নির্দেশিকা চালু হলে হাজার হাজার হকার কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তাদের ঘরে চুলা জ্বলে না। জানা গেছে, মৃত্যু ভারত স্টেশন প্রকল্প দেশের সাইক্লিষ্ট স্টেশনের মধ্যে রামপুরহাট স্টেশনের উদ্বোধন হয় ৬ আগস্ট। তাকে ছুতো করে দুই আগস্ট থেকে সমস্ত ঠেলা গাড়ি তুলে দেওয়া হয়। গরীব বিক্রেতাদের বলা হয় যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের উদ্বোধন শেষ হলেই ফের ঠেলাগাড়ি বসতে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয় নি। ১০ আগস্ট ঠেলাগাড়ি বসতে গেলে সকাল সাতটা নাগাদ চার ঠেলা গাড়ি বিক্রেতাদেরে তুলে নিয়ে যায় আরপিএফ। এই চারজনকে মধ্যে দুইজন মুড়ি চপ বিক্রেতা এবং দুইজন পরোটা বিক্রেতা। মুড়ি বিক্রেতা মায়া মণ্ডল এবং পরোটা বিক্রেতা আবু সেখ জানান, মানুষের বিক্ষোভের ভয়ে

শুভেন্দুগড়ে পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৩ আগস্ট : বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গড়া পঞ্চায়েত সমিতি ফের দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে এ যেন উল্ট পুরাণ। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি বিধানসভার খেজুরি ২ পঞ্চায়েত সমিতি চলে গেল তৃণমূলের দখলে। এই পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির এক জরী সদস্য ও এক সদস্য রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাতেই তৃণমূলের দখলে চলে আসে ওই পঞ্চায়েত সমিতি। খেজুরি ২ পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজেপির দখলে এসেছিল। মোট ১৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ৯টি। তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল ৬টিতে। ঠিক বোর্ড গঠনের আগেই দেখা গেল উল্ট পুরাণ। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির ২ সদস্য। বিজেপি থেকে জয়লাভ করা তথা খেজুরিতে ৩ বারের মন্তল সভাপতি উদয় শঙ্কর মাইতি ও পিপাসা দাস দুজন বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। স্বাভাবিকভাবে তৃণমূলের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো ৮ এবং বিজেপিতে থেকে গেল ৭। খেজুরি বিধানসভা বিজেপির দখলে গিয়েছে। একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত গিয়েছে বিজেপির দখলে। সেই জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন খেজুরি ঠিক নেই। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী খেজুরিতে এসে বিগত কয়েক মাস আগে জনসভা করেছেন। সেই ঠিক নেই খেজুরিতে অর্থাৎ একবারে শুভেন্দু অধিকারীর গড় যাকে বলা হয়, সেখানেই একবারে উল্টো। কাণ্ড। এনিয়ে এলাকায় আলোচন পড়ে গিয়েছে। বিজেপির মন্তল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে নির্বাচিত তৃণমূলের যোগদানকারী

ডানকুনি পৌরসভার প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল



বিকি মামা, হুগলী, ১৩ আগস্ট : ডানকুনি পৌরসভার উদ্যোগে ডানকুনি পৌর প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডানকুনিবাসী পেতে চলেছেন নতুন পৌর প্রশাসনিক ভবন। এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে সমস্ত কাজ। আপাতত তিনতলা হয়ে শুরু হয়ে যাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম। পরে আরও তিন তলা, মোট ছয় তলা বিশিষ্ট পৌর প্রশাসনিক ভবন হবে ডানকুনিতে। হুগলি জেলার মধ্যে সব থেকে বড় পৌর প্রশাসনিক ভবন পাচ্ছে ডানকুনি। থাকছে চোখ ধাঁধানো সব কাজ। শুধু পৌর প্রশাসনিক ভবন নয়, তার সাথে সাথে থাকছে উন্নত মানের অডিটোরিয়াম ভবন। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে গঠন হয়েছিল ডানকুনি পৌরসভা। এখন যে ভবনটিতে পৌরসভা চলে সেটা ২০০৯ সালের আগে মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ছিল। পৌরসভা গঠন হওয়ার পরে সেই ভবন পৌরসভায় পরিণত হয়। ছিলো না কাউন্সিলরদের বসার মত কোন জায়গা। পৌর নাগরিকরা গেলেও তাদের বসা জায়গা দিতে পারে না পৌরসভা। তাই পৌরসভার উদ্যোগে এই প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুহন। হুগলি জেলা পৌরসদের নব নির্বাচিত সদস্য সুবীর মুখার্জি। এছাড়াও ছিলেন ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা বসবর। তাহম চোয়ারম্যান প্রকাশ রাহা। ডানকুনি থানার ভাণ্ডগ্রাণ্ড আইসি তাপস সিনহা, সিআইসি কন্ট্রোল বন্দ্যোপাধ্যায়, সিআইসি গীযুষ কান্তি পান, রঘুনাথপুরের পঞ্চায়েত প্রধান কেষ্ট মণ্ডল সহ সমস্ত কাউন্সিলরবৃন্দ।

সিপিএমকে দলে এনে পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৩ আগস্ট : পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে দলবদলের খবর। অন্য দলেরে টিকিটে জয়ী প্রাণীকে দলে যোগদান করিয়ে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের চেষ্টা চলেছে। রবিবার সিপিএমের জরী সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূল। এর জেরে পঞ্চায়েত বোর্ড গেল তৃণমূলের দখলে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ২ নম্বর ব্লকের বান্দপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তেছে এই ঘটনা। তবে সিপিএমের দাবি, শাসকদলের সন্ত্রাসের ভয়েই তাঁদের সদস্য তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য হলেন। বান্দপুরের এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে ১৫টি আসন। এর মধ্যে তৃণমূল জিতেছে ৭টি আসনে, বিজেপিও জিতেছে ৭টি আসনে। একটি আসন গিয়েছিল সিপিএমের দখলে। এই পঞ্চায়েতের আটমরা বুথ থেকে জিতেছিলেন সিপিএম প্রাণী তরুণ সামন্ত। রবিবার তরুণ-সহ ৪০ জন সিপিএম কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে। চন্দ্রকোনার তৃণমূল বিধায়ক অরুণ ধাড়া তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন তরুণের হাতে। এর জেরে ওই পঞ্চায়েত দখল সহজ হল তৃণমূলের। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন ঘিরে কয়েক দিন আগেই তৃণমূল এবং বিজেপি মধ্যে তুলুল সংঘর্ষ বায়ে। এর জেরে স্থগিত হয়ে যায় বোর্ড গঠন। সিপিএমের সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ওই পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল ঘাসমূল শিুরি। এই বোর্ড গঠন প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক অরুণ ধাড়া বলেছিলেন, ফলপ্রকারের দিনই বিশ্রুদ্ধ পঞ্চায়েত না বিজেপি না তৃণমূলের হাত ধরবা। ১১ তারিখ বোর্ড গঠনে আমাদের ওই জরী প্রাণী অনুপস্থিত ছিল। আজ তিনি তৃণমূলে গেলেন। কারণ রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের সংস্কৃতি স্রা দেখিয়ে চাপ দিয়ে দলে যোগ দিতে বাধ্য করা। যদিও এই অভিযোগে উড়িয়ে তৃণমূল বিধায়ক বলেছেন, সন্ত্রাস ছাড়া বিরোধীদের আর কোনও বক্তব্য নেই। তৃণমূল সন্ত্রাস করলে বিরোধীরা প্রাণী দিয়ে জিততে পারত না।

শ্রীলতাহানি থেকে বাঁচতে অ্যাসিড হানা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৩ আগস্ট : শ্রীলতাহানির হাত থেকে বাঁচতে তিনজনের উপর অ্যাসিড ছুড়লেন এক মহিলা! এমনই অভিযোগের ঘটনার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদিঘি থানার পিছলা গ্রামে। ‘অ্যাসিডে আহত তিনজনকেই রায়গঞ্জ গভর্মেণ্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, করনদিঘি থানার পিছলা গ্রামের বাসিন্দা দর্পন শীলের সঙ্গে তার স্ত্রী প্রতিমা বর্মনের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। এই বিবাদের জেরেই দর্পন শীল তার স্ত্রীকে মারখোর করে বলে অভিযোগ। আহত প্রতিমা দেবী দুই দিন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। স্ত্রী প্রতিমার অসুস্থতার সুযোগে দর্পন শীল তার প্রতিবেশী প্রমোদ সাহা চক্র সাহা, নির্মল সাহাদের কাছে ভিটে বাড়ি বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ। এদিকে শনিবার রাতে বাড়ির দখল নিয়ে প্রতিমা দেবী ও তার বোন পুতুল সিংহ বাড়িতে থাকাকালীন আচাক্য তাদের বাড়িতে প্রচারি টপকে চুকে

তিনি বিচার জানেন না, মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। এলাকাকে সন্ত্রাস কবলিত করে রেখেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানের পর তিনি হুঁশিয়ারি দেন খেজুরি দু’নম্বর ব্লকে আরও যে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করেছে, সবকটি থেকে বিজেপিকে হটিয়ে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিণত করবেন। একই অভিযোগে সরব হয়েছেন পিপাসা দাস। আজ যোগদান অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ, প্রাক্তন সভাপিতি উত্তম বারিক, জেলা সভাপতি তরুণ মাইতি। এদের হাত থেকে দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিলেন দুই পঞ্চায়েত সদস্য। বিজেপি থেকে জয়লাভ করা খেজুরির বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস খেজুরিতে সম্প্রতি বোমা বন্দুকের রাজনীতি করছে। তাদের বেশ কয়েকজন কর্মী নেতাদের আহত করা হয়েছে। সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে খেজুরিতে। আমাদের মন্তল সভাপতি সহ ২ মেম্বারকে নিশ্চিতভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে বোম-বন্দুক দেখিয়ে অপরহণ করেছে। তাদেরকে ভয় দেখিয়ে জোর করে তৃণমূল কংগ্রেস তুলে নিয়ে গিয়েছে। অপরদিকে জরী পিপাসা দাসের পরিবারের লোক অভিযোগ করছেন পিপাসা দাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ অপরহরণের অভিযোগ তুলেছেন। তারা খানায় অভিযোগ জানাবেন এমনটাও জানাচ্ছেন। তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ জানিয়েছেন, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং উন্নয়নের সাথে অশশ নিতে যোগদান করলেন দুই বিজেপি থেকে জয়লাভ করা মেম্বার। তাদের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে যোগদান করানো হল।

দুঃস্থদের কথা ভেবে পুজোর আগে স্বল্প মূল্যে দুয়ারে শাড়ি প্রকল্প মন্ত্রীর



মহাবিশ্বািব পুজোর কেনাকাটা শুরু করলেও নিম্নবিভ্রা কিন্তু তা আর্থিক কারণে পারেননি। প্রতি বছরই জমাকাপসত কিনতে পুজোর সময় বিভিন্ন আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হন নিম্নবিত্তরা। গরীব মানুষের কথা মাথায় রেখে পূর্বহল্লী দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তার নিজের উদ্যোগে শুরু করলেন দুয়ারে শাড়ি প্রকল্প। পূর্বহল্লী দক্ষিণে যে সমস্ত তাঁত শিল্পীরা রয়েছেন সেই তাঁত শিল্পীদের শাড়ি রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে ভিনদেশে পাড়ি দেয়। অথচ এই এলাকার প্রান্তিক মানুষেরো শাড়ি কিনতে পারেন না বেশি দাম দিয়ে। বলা যেতে পারে সস্তায় শাড়ির খোঁজে এলাকার মানুষ। সস্তার শাড়ি এবার

পথ অবরোধে বিক্ষুব্ধ জলমগ্ন বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৩ আগস্ট : রাত থেকেই এক নাগাড়ে বৃষ্টি মালবাজার মহকুমা জুড়ে। তাতেই জলমগ্ন ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ওদলাবাড়ির চাকামিস্ত্রি পাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকা। জলমগ্ন হয় দক্ষিণ বিধানপল্লী এলাকাও। নিকশি ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকার কারণেই বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয় রাত থেকে। দক্ষিণ ওদলাবাড়ির চাকামিস্ত্রি পাড়ার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে রবিবার সকাল থেকে রাজ্য

আহত অবস্থায় উদ্ধার হল হায়না

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৩ আগস্ট : রবিবার সকালে দক্ষিণপূর্ব রেলের পুরুলিয়ার আড়া ডিভিশনের আড়া-আসানসোল রেলপথে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১নম্বর ব্লকের অন্তর্গত খাজুরা গ্রামের অদূরে রেললাইনের পারশ থেকে গ্রামবাসীদের সাহায্যে একটি পূর্ববয়স্ক আহত হওয়া উদ্ধার করা হল রঘুনাথপুর রেঞ্জের বনকমীর। এদিন হায়নাটিকে রেললাইনের পাশে একটি ড্রেনে আহত অবস্থায় কয়েকজন দেখতে পেয়ে বনদপ্তরে খবর জানালে আহত হায়নাটিকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যায় বনকমীর। বনকমীরের ও স্থানীয়দের অনুমান কোন ট্রেনের ধাক্কায় হায়নাটি আহত হয়েছে। রঘুনাথপুর রেঞ্জ অফিসে কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা করা হবে আহত হায়নাটির এমনটাই জানানো জানা গেছে। সুস্থ হলে তাকে পুনরায় গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে এমনটাই জানিয়েছেন রঘুনাথপুর রেঞ্জের রেঞ্জার সন্দীপ ঘোষ।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

অপরদিকে প্রতিমারকাী করনদিঘি থানায় লিখিত অভযোগ দায়ের করেছেন। তাদের উপর শ্রীলতাহানির চেষ্টা চলছিল আরা তাহেই আত্মরক্ষার জন্য এই অ্যাসিড হামলা বলে তার দাবী। যদিও এই জমিদ দখলের জন্য বোঝাতে গিয়েই আচমকা ওই মহিলা অ্যাসিড ছোড়ে বলে পালাটা অভিযোগ আক্রান্তদের। যদিও সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করনদিঘি থানার পুলিশ।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at Mohammedan Sporting Club, Indira Gandhi Sarani, Kolkata-700021 on 16-08-2023 (Primary internet feed)
[Job No. KIT/RW/81 of 23-24].
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-43/KIT/Q of 23-24).
Bid Submission Closing : **14.08.2023 up to 05.00 PM.**
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at Mohammedan Sporting Club, Indira Gandhi Sarani, Kolkata-700021 on 16-08-2023 (Secondary internet feed)
[Job No. KIT/RW/82 of 23-24].
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-44/KIT/Q of 23-24).
Bid Submission Closing : **14.08.2023 up to 05.00 PM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

পরীক্ষায় কৃষ্ণা

ভুবনেশ্বর, ১৩ আগস্ট : ভারতীয় ফুটবলে নতুন ক্লাব পেয়েছেন রয় কৃষ্ণা। ওড়িশা এফসির হয়ে গোলের সন্ধানে থাকবেন তিনি। ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন দলের সঙ্গে। করছেন অনুশীলনা। রয় কৃষ্ণাকে দলে পাওয়ার পর উচ্ছসিত ওড়িশা এফসি। তাকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নতুন ভিডিও। রয় কৃষ্ণাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে নতুন একটি ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার মুখে পড়েছেন ফিজির তারকা। এই পরীক্ষা অবশ্য কৃষ্ণার জন্য আহামরি কিছু নয়। বল রিসিত করা বা টানের পরীক্ষা। বলা বাহুল্য পরীক্ষায় সম্পন্নম্লে উত্তীর্ণ হয়েছেন রয় কৃষ্ণা। প্রতিটি বল রিসিত করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। লোবেরা ওড়িশায় আসার কিছু দিন পর থেকে ওড়িশার ক্লাব থেকে আসতে শুরু করেছিল এবারের পর এক সই সংবাদ। পুরনো কিছু ছাত্রকে প্রধানা দিয়েছেন ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্যতম জনপ্রিয় কোচ। তবে ভারতে লোবেরার প্রশিক্ষণে কখনও খেলেননি রয়। এবার প্রথম এক সঙ্গে ক্লাবের হয়ে ভূমিকা রাখতে চাইছেন দুজনে। লোবেরা এমনিতে তারকা ফুটবলারদের নিয়ে কাজ করে থাকেন। যার যেমন তারকা তেমনিই একজন টিম ম্যান। কলকাতায় নিজের জাত চিনিয়েছেন ফিজির জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন রয় কৃষ্ণা। এটিকে এবং পরে এটিকে মোহন বাগানের হয়ে দুরন্ত ফর্ম প্রদর্শন করেছিলেন। সবুজ মেকন শিবির থেকে ফিজিয়ান তারকাকে দলে নিয়েছিল বেসাল্কু এফসি। প্রত্যাপা পূরণ করতে পারেননি তিনি। ওড়িশায় এসে নিজের পূরণ ফর্ম কি আবার ফিরে পাবেন ভারতের মাটিতে খেলা অন্যতম সেরা বিদেশি স্ট্রাইকার? প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান থাকবেন ফুটবল প্রেমীরা।

কাশীতে অরিন্দম

কলকাতা, ১৩ আগস্ট : দেশে ফুটবল সম্প্রসারণের ব্যাপারে মন দিয়েছে ভারতীয় ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। সেই লক্ষ্যে জাতীয় স্তরে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ক্লাব। নতুন ক্লাবে নতুন সুযোগ পেলেন ইস্টবেঙ্গল বাইটল এক বাঙালি ফুটবলার। দল বদলের বাজারে অনেকের মনে অরিন্দম ভট্টাচার্যকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল। দেশের এক সমরকার সেরা গোলরক্ষকের তকমা দেওয়া হতো তাকে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও নবীন ফুটবলারদের পাশে খেলে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন তিনি। সেই অরিন্দম এখন নিজের কেরিয়ারের সায়াছে রয়েছেন। বয়স ঝুঁকছে ৩৩। তবুও তার দক্ষতার ওপর এখনও ভরসা করছে দেশের নতুন ফুটবল ক্লাব। সম্প্রতি পাওয়া আপটেে অনুযায়ী, অরিন্দম ভট্টাচার্যকে দলে নিশ্চিত করেছে ইন্টার কাশি। ইস্টার্ন কাশি ভারতীয় ফুটবলে নতুন ক্লাব। সব ঠিক থাকলে তাদের এই লিগ খেলতে দেখা যাবে। বেশ জোর কামে দল গঠন করার কাজ শুরু করে দিয়েছে ক্লাব। ইতিমধ্যে স্কোয়াডে নিশ্চিত হয়েছেন নানী বিদেশি ফুটবলার। এবার যুক্ত হচ্ছেন কলকাতার ওপর ১৬ই ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ খেলার সময় ফুটবল প্রেমীদের নজরে আরও বেশি করে এসেছিলেন অরিন্দম। আশা করা হয়েছিল লাল হলুদ জার্সি পরে আরও একটা দুর্দান্ত মরমুস কাটাবেন তিনি । সেটা আর হয়নি। কেরিয়ারের অন্যতম খারাপ সময় কাটিয়েছেন ২০২১-২২ মরসুমে। তারপর নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ান্টেরে হয়ে ধারাবাহিকভাবে খেললেও দল হিসেবে ব্যর্থ হয়েছিলেন তারা।

শেফালিকে বাধা

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : বিমান ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের ২৫ মিনিট আগে বিমানবন্দরে পাঁছোে বিমানে উঠতে পারলেন না ভারতের জাতীয় নারী দলের ক্রিকেটার শেফালি ভার্মা। পাশাপাশি ১৯ বছর বয়সী শেফালির সঙ্গে বিমানকর্মীরা দুর্ব্যবহার করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ভারতের বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্লোড উগড়ে দিয়েছেন শেফালি। ভারতের এই তারকা ওপেনার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, দিল্লি থেকে বারাগঙ্গী যাচ্ছিল। বিমান ছাড়ার ২৫ মিনিট আগে বিমানবন্দরে পৌঁছে যাই। অনেক অনুরোধ করার পরও আমাকে বিমানে উঠাতে দেওয়া হয়নি। স্টাফদের আচরণ খুবই জঘন্য ছিল। ইন্ডিগোর অভিজ্ঞতা মোটেও ভালো নয়। বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেয়নি ইন্ডিগো। শেফালির এই অভিযোগ নিয়ে সোশ্যাল সাইটে শির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ বলছেন, বিমানে ওঠার জন্য যে নির্দিষ্ট সময়ে বিমানবন্দরে যাওয়া উচিত, শেফালি তার চেয়ে সেরিতে পৌঁছান। শেফালির জন্য বিমান ছাড়তে দেরি হলে অন্য যাত্রীরা অভিযোগ করতে পারতেন। আবার কেউ বলছেন, শেফালিকে চাইলেই বিমানে ওঠানো যেত। কিন্তু বিমানকর্মীরা অন্যায্যভাবে তাকে বিমানে উঠতে দেননি।

শহরে ইস্টবেঙ্গলের তারকা পারদো

কলকাতা, ১৩ আগস্ট : সাড়ে চার বছর পর বড় ম্যাচ জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার সুখের ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য। শনিবার সকালে কলকাতায় এসেছিলেন ক্লেইটন সিলভা। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই লাল হলুদের আরও এক বিদেশির আগমন হল মহানগরীতে। ডার্বি জয়ের পরেই শহরে চলে এলেন স্বপরিবারে ইস্টবেঙ্গলের তারকা বিদেশি ডিফেন্ডার স্পেনের জেস আন্তোনियो পারদো। বিগত কয়েক মরসুম ধরেই রক্ষণের সমস্যা ছিল প্রক্ট ইস্টবেঙ্গলের। সেই থেকে শিক্ষা নিয়েছেন দল গঠনের দায়িত্বে থাকা কর্তারা। এবার তাই রক্ষণে



মতো দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি জর্ডন এলসে ও পারদো লুকাসের মতো তারকাদের সই করিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েকদিন আগেই শহরে এসে গিয়েছিলেন অজি তারকা জর্ডন এলসো। তাই ডার্বি ম্যাচে তাকে রেখেই লড়াই করেন লাল-হলুদ কোচ। নিজের নামের প্রতি সুবিধার করতে ও সক্ষম থেকেছেন জর্ডন। তবে লুকাসের আসার অপেক্ষায় ছিলেন সকলেই। তিনি আসতেই যেন নতুন করে উদ্দামনা দেখা দিল সমর্থকদের মধ্যে। রবিবার, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পালিত হল স্পোর্টস ডে। প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাসের জন্মদিবস স্মরণে প্রতিবছর এইদিনে স্পোর্টস ডে পালিত হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁরুতে। ব্যতিক্রম হল না চলতি বছরেও। এই উপলক্ষে ক্লাবে সকাল সাতে দশটা থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজিত হয়। ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়, রিজার্ভ টিমের খেলোয়াড়রা দীপক (পল্টু) দাসের প্রতিকৃতিতে মালদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এবং লাল হলুদ পতাকা উত্তোলন করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কর্মসমিতির সদস্য এবং প্রাক্তন ফুটলাররা। এর পাশাপাশি ক্লাব তাঁরুতে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয় প্রখ্যাত চিকিৎসক মন্ডলীর দ্বারা। সেখানেও ক্লাবের সভ্য সমর্থকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

হেড কোচ ছাড়া বুমরাহর নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ড খেলতে যাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষ পর্যায়ে। এবার ভারতের মিশন আয়ারল্যান্ড সিরিজ। জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বে একবাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে আইরিশদের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে টিম ইন্ডিয়ায় নির্বাচক মণ্ডলী। কিন্তু কে হবেন এই সফরে ভারতীয় দলের কোচ? যা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই চর্চা। তুঙ্গে। আয়ারল্যান্ড সফরে রাহুল দ্রাবিড ও তাঁর সহযোগী কোচিং স্টাফদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। দ্রাবিডের অনুপস্থিতিতে এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ কোচ হিসেবে ভারতীয় দলের সঙ্গে আয়ারল্যান্ড সফরে যেতে পারে, এমনই সম্ভবনা ছিল। তবে সূত্র অনুযায়ী, ভিভিএস লক্ষ্মণও আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন না। হেড কোচকে ছাড়াই কোনও সফরে বেলেতে যাবে ভারতীয় দল। এই কথাটা ভেবেই অনেকে অবাক হচ্ছেন। কারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টুর্নামেন্টে খেলতে যাবে দল, তাও

আবার সেই দলে হেড কোচ থাকবেন না, এটাও কী সম্ভব। অবশেষে আয়ারল্যান্ড সফরের কোচের নাম প্রকাশ্যে এল। এশ্বিনা কাপ, বিশ্বকাপের আগে নতুন কোচ বেছে নিতে চলেছে বিসিসিআই। একটি খবর অনুসারে, আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের কোচের ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে সীতাংশু কোটাককে। সাইরাজ বাহুতুলেরকে বোলিং কোচের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে এই সফরে। এনসিএতে লক্ষ্মণের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন কোটাক। সম্প্রতি আলুরে তাঁর নেতৃত্বেই হাইপারফরম্যান্স ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব পাচ্ছেন সীতাংশু। বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, সীতাংশু কোটাক আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের কোচের ভূমিকায় থাকবেন, বোলিং কোচ হবেন বাহুতুলে। ১৬ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে হাইপারফরম্যান্স ক্যাম্প হবে, যার দায়িত্বে থাকবেন

লক্ষ্মণ। ১৮, ২০ এবং ২৩ আগস্ট তিনটি টি ২০ ম্যাচ খেলবে ভারত ও আয়ারল্যান্ড। গতবছর দুই দেশের মধ্যে দু’ম্যাচের টি ২০ সিরিজ হয়েছিল। এ বার ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিন। হেড কোচ ছাড়া ভারতীয় দল সিরিজ খেলেনি এমনটা নয় ২০১৫ সালে ডানকান ফ্রোচারের বিদায়ের পর ২০১৭ সালে অমিল কুহলের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত হেড কোচ ছাড়াই খেলেছিল ভারত। রবি শাস্ত্রীকে দলের নির্দেশক হিসেবে রাখা হয়েছিল। তার আগেও, ২০০৭ সালে প্রেগ চ্যাপেলের বিদায়ের পর ভারতীয় দল প্রধান কোচ ছাড়াই ছিল। ইনজুরি কাটিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ আয়ারল্যান্ড সফর থেকে ভারতীয় দলে ফিরছেন। বুমরাহকে এই দলের নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে তরুণ খেলোয়াড়দের একটি বাহিনী রয়েছে। এশিয়ান গেমসেও হয়েছে দ্বিতীয় সারির ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করতে পারেন লক্ষ্মণ।

ক্রিকেটের ময়দানেও এবার লাল কার্ড

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট : ঘরোয়া ক্রিকেট, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, আন্তর্জাতিক ম্যাচ ক্রিকেটে সব জায়গায় একটা ঘটনা সবার সামনে এসেছে। স্লো ওভার রেট। নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে ওভার শেষ করছে বোলিং করতে নামা দল। বিশ্বের বিভিন্ন লিগে এই স্লো ওভার রেটের জন্য আলাদা আলাদা শাস্তির বিধান রয়েছে। অধিনায়কের জরিমানা থেকে শুরু করে পুরো দলের জরিমানার বিধান রয়েছে। একাধিকবার হলে পয়েন্ট কাটার মত শাস্তির কথাও বলা আছে। এবার এই স্লো ওভার রেটের সংখ্যা কমানোর জন্য অভিনব উপায় বেছে নিল ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। এবার থেকে ফুটবলের মতো বহিঃ গজের যুদ্ধেও লাল কার্ডের আমদানি করা হল। শুরু হতে চলেছে এবারের সিপিএল। অন্যতম পুরনো এই লিগে একাধিকবার দেখা গিয়েছে স্লো ওভার রেটের ঘটনা। প্রতিবার শাস্তি দেওয়া হলেও ঘটনা কমেনি। এবার তাই লাল কার্ডের ব্যবস্থা করা হল। অর্থাৎ, এবার ফুটবলের মত ক্রিকেটেও পেলনো হবে লাল কার্ড। সিপিএল-এর অপারেশনস ডিরেক্টর মাইকেল হল বলেন, প্রতি বছর টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা এই ট্রেন্ডটাকে চালাতে চাই। লাল কার্ড

আনার সঙ্গে আইনেও একাধিক বদল এসেছে। ম্যাচের গতি বাড়ানোর জন্য সিপিএল-এ ম্যাচের মাঝে একাধিক পেনাল্টির নিদান দিয়েছে। যদি কোনও দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে না পারে তাহলে ৩০ গজের মধ্যে অতিরিক্ত প্লেয়ার রাখতে হবে তাদের। ম্যাচটাকে কয়েকটা ভাগে ভেঙে এই নিয়ম কার্যকর করা হবে। মহিলা ও পুরুষদের সিপিএল মায়ে এই নিয়ম লাগু করা হবে। তবে সব দোষ ফিল্ডিং দলের হবে না। ব্যাটিং দলেরও দায় থাকবে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে ব্যাটিং দল সময় নষ্ট করে, যার ফল ভুগতে হয় ফিল্ডিং করা দলকে। কোনও সময় সময় নষ্ট করলে তাদের প্রথমে সতর্ক করা হবে। এরপর ফেল তা করলে পাঁচ রানের পেনাল্টি করা হবে। এছাড়া প্রতিটা ইনিংসে ৮৫ মিনিট সময় দিয়েছে। যেখানে প্রতিটা ওভারের পর তৃতীয় আত্মপায়ার অধিনায়কদের সঙ্গে কথা বলবেন। টিভি ও জয়াট স্ক্রিনে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে প্লেয়ার ও দর্শকদের জানানো হবে স্লো ওভার রেটের ব্যাপারে। অর্থাৎ, কোনও ম্যাচ যদি ধীরে চলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে জানানো হবে। এতে দুই দলের পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে না।

আঞ্চলিকতার অভিযোগ তুললেন দীপার কোচ

আগরতলা, ১৩ আগস্ট : ট্রায়ালে শীর্ষ থেকেও এশিয়াডের জিমন্যাস্টিক দল থেকে বাদ পড়েছেন দীপা কর্মকার। চোট আঘাতের সমস্যা, ডোপিং বিতর্ককে পিছনে ফেলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আগরতলার বঙ্গ তনয়া। কিন্তু ফেডারেশনের নিয়মের জাঁতাকলে এশিয়ান গেমসের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন দীপা। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন দীপার কোচ তথা দ্রোণাচার্য বিজয়ী বিশ্বেশ্বর নন্দী। ভারতের এই তারকা জিমন্যাস্ট দীর্ঘ ২১ মাস নির্বাসন ছেড়ে সদ্য ফিরেছেন।



রিও অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় জিমন্যাস্ট হিসাবে অংশ নেওয়া দীপা দুই দিনের যোগ্যতাঅর্জন পরের শেষে মোট ৪৭.০৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তালিকায় শীর্ষ থেকেই এশিয়ান গেমসে নামার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই জানানো হয় এশিয়াডে অংশ গ্রহণের জন্য যে জোগ্যতামান রয়েছে তা পূরণ করতে পারেননি দীপা। এশিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য ক্রমতালিকা এবং শেষ এক বছরের পারফরম্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নির্বাসিত থাকার শেষ এক বছর কোনও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নিতে পারেননি দীপা। এর ফলে ট্রায়ালে শীর্ষ থেকেও এশিয়াডের দল থেকে বাদ পড়েছেন। ছাত্রীর প্রতি এই বঞ্চনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বের ছোট রাজ্যের মেয়ে বলেই দীপার প্রতি এই বঞ্চনা করা হচ্ছে। ও বড় কোনও রাজ্যের প্রতিনিধি হলে এই ঘটনা ঘটত না। কে এই যোগ্যতামান ধ্বংস করেছে, নিজেদের ইচ্ছে মতো নিয়ম বানাচ্ছে। ভারতবর্ষের জিমন্যাস্টিককে ধ্বংস করার চিন্তাভাবনা নিয়ে এই নিয়ম বানানো হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিককে বলা হয় মাদার অফ স্পোর্টস। যারা এই

নাংরামি করছে তারা ভারতবর্ষের খেলাধুলার গলা টিপা মারছে। আমি নিজেও বহু আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নিয়েছি এবং কোটিং করিয়েছি। কিন্তু আমার জীবনে কখনও দেখিনি বর্তমান নয় অতীত পারফরম্যান্স দেখে দল গঠন করতে। তাও এই টেকনিকাল গোমে। একটা সময় দেশের এক নম্বর জিমন্যাস্ট হঠাত করেই ডোপিং বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শরীরের নিকিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই নির্বাসন কাটিয়ে উঠে ফের নিজের স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন দীপা। এশিয়াডে পদক জয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু ট্রায়ালে শীর্ষ থেকেও এশিয়ান গেমসে সুযোগ পেলেন না দীপা। দ্রোণাচার্য পূর্বরঞ্জা জর্ষী কোচ বলছেন, তাহলে ট্রায়াল নেওয়ার অর্থ কী? মেয়েটা ট্রায়ালে এক নম্বরে থাকল। তারপরও সুযোগ দেওয়া হবে না। ও যদি পাঁচ নম্বরে থাকল আমাদের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এক নম্বরে থাকার পরও কেন দলে জায়গা হবে? রিও অলিম্পিকে একটুর জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দীপার প্রদুনোভো ভল্ট সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে থাকেন দীপা। কখনও চোট-আঘাতের সমস্যা। আবার নিকিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে দীর্ঘদিনের নির্বাসিত থাকা। সেই নির্বাসন শেষ হবার পর প্রত্যাবর্তনও করেছিলেন আগরতলার বাঙালি মেয়ে দীপা। কিন্তু বিধি বাম। তবে লড়াই ছাড়তে নাজির দীপা। ইতিমধ্যেই ক্রীড়ামন্ত্রকে চিঠি দিয়েছেন। এমনকি ত্রিপুরা রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এশিয়াডে পদকের লড়াইয়ে নামার আগে দীপাকে লড়তে হচ্ছে মাঠের বাইরের নিয়মের সঙ্গে।

হার ভুলে এএফসিতে মন বাগানের



কলকাতা, ১৩ আগস্ট : প্রাথমিকভাবে ডুরান্ড কাপে যুব দল খেলানোর সিদ্ধান্ত নিলেও, টুর্নামেন্ট শুরু হতেই ভোলবল করে মোহনবাগান সুপার জয়ান্ট। প্রথম ম্যাচে যুব দলের ফুটবলারদের আধিক্য থাকলেও দ্বিতীয় ম্যাচে অর্থাৎ পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধেই একাধিক সিনিয়র ফুটবলারকে ৯০ মিনিটে ব্যবহার করা হয়। এমনকি বাস্তব রায় নয়, কোচের ভূমিকায় থাকেন জুয়ান ফেরান্দো। মর্দ্যাদার ডার্বিতে যুব ফুটবলারদের প্রমোট করার তত্ত্ব উষাও। জেসন কামিংস থেকে অনিরুদ্ধ থাপা কিংবা সাহাল আব্দুল সামাদের মতো সব তাসকেই ব্যবহার করেন কোচ জুয়ান ফেরান্দো। কিন্তু পূর্ণ শক্তির দল নামিয়েও সাড়ে বছর পর হারের মুখ দেখতে হয়েছে সবুজ মেরুনকে। ডুরান্ডে আরও একটি নজির তৈরি করেছে মোহনবাগান সুপার জয়ান্ট। ডুরান্ড কাপে তিন ম্যাচের জন্য ৩৩ জন ফুটবলারকে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে সবুজ মেরুন শিবির। সাধারণ এআইএফএফ অনুমোদিত টুর্নামেন্টে সর্বাবধি ৩০ জন ফুটবলারকে রেজিস্ট্রেশন করানো যায়। কিন্তু মোহনবাগান প্রথম দিকে কলকাতা লিগের দলের ফুটবলারদেরই ডুরান্ড কাপের জন্য নাম নিখুঁত করো। কিন্তু ডার্বির আগে বেশ কয়েকজন যুব ফুটবলারদের নাম বাতিল করে সেই জায়গায় অর্ন্তভুক্ত করানো হয় একঝাঁক সিনিয়র ফুটবলারদের।

প্রাথমিকভাবে জেসন কামিংস এবং সাদিকুকে ডুরান্ড কাপে খেলানোর পরিকল্পনা ছিল না মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্টের। কিন্তু সমর্থকদের কাছে ডার্বির মাহাত্ম্য টুফি জয়ের থেকেও বেশি। তাই বিশ্বকাপার, ইউরো কাপার সবাইকে নামিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম ম্যাচের নিরিখে দুই তারকাই অবশ্য মন ভরাতে পারলেন না। প্রশ্ন উঠছে কাতার বিশ্বকাপে অস্টেলিয়া দলে থাকা জেসন কামিংসকে নিয়ে। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে নেমেছিলেন তিনি। প্রায় ৪০ মিনিট খেলার সময় পেয়েছেন। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। একবার একটা বাঁ পায়ে গোল করার সহজ

সুযোগ পেয়েও বাইরে মারেন। এমনকি তাঁর ফিটনেস নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। বড় ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে মোহনবাগানের মিশন এএফসি। বুধবার এএফসি কাপের ম্যাচে নেপালের ক্লাব মাল্টিদ্রা এফসির মুখোমুখি হচ্ছে সবুজ মেরুন শিবির। সোমবার থেকে এএফসি কাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করবে ফেরান্দোর দল। কলকাতা লিগ, ডুরান্ড কাপ, এএফসি কাপ। পরপর ম্যাচ মোহনবাগানের। ফুটবলারদের ফুটবলার খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। শনিবার হারের পর জুয়ান ফেরান্দো বলেছিলেন, আমাদের জন্য এই রেজাল্ট হতাশজনক। আমরা তিনটে টুর্নামেন্ট একসঙ্গে খেলছি। সব প্লেয়ারদের প্রাক মরশুম প্রস্তুতি চলাছে। তাই প্রতিদিন প্র্যাকটিস হচ্ছে। আমাদের প্রধান ফোকাস এএফসি কাপ, তারপর কলকাতা লিগের ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল খেলা ভালোছে। আমরা এই ম্যাচ ভুলে পরের ম্যাচে ফোকাস করতে চাই। ডার্বির হার এএফসি কাপের ম্যাচে পড়বে না বলেই দাবি করেছেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ।

জয়ী গোকুলাম

কলকাতা, ১৩ আগস্ট : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্যতম শক্তিশালী দল কেরালা রাষ্টার্স। ডুরান্ড কাপে শনিবার সন্ধ্যায় ছিল কলকাতা ডার্বি। অনবদ্য জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। রবিবার মোহনবাগান মাঠে হল কেরালা ডার্বি। এই ম্যাচে বিশেষ নজর ছিল কেরালা রাষ্টার্সের দুই বাঙালি ফুটবলার প্রীতম কোটাল ও প্রবীর দাসের দিকে। বিশেষ করে বলতে হয় প্রীতম কোটালের কথা। সব কিছু ঠিক থাকলে তাকে শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতা ডার্বিতে নামতে দেখা যেত। যদিও

কেরালা রাষ্টার্স থেকে সাহাল আব্দুল সামাদকে সই করিয়েছে মোহনবাগান। সে কারণেই ছেড়ে দিয়েছে প্রীতম কোটালকে। নতুন দলের হয়ে প্রথম ডার্বি সুখকর হলে না প্রীতমের। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান মাঠে নেমেছিল কেরালা রাষ্টার্স ও গোকুলম কেরালা। মোহনবাগান মাঠে কেরালা ডার্বিতে হার আইএসএলের শক্তিশালী দল রাষ্টার্সের। শুরু থেকেই খেলেছেন মোহনবাগানের দুই প্রাক্তনী প্রীতম ও প্রবীর। যদিও সর্ভার্ষের সহযোগিতা পেলেন না। ম্যাচের ১৭ মিনিটে বৌবা আমিরন গোলে এগিয়ে যায় গোকুলম কেরালা। ক্রুইসে সমতা ফেরান কেরালা রাষ্টার্স। ৩৪ মিনিটে সমতা ফেরান এমানুয়েল জার্সিনা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে জোড়া গোল। ৪৩ মিনিটে গোকুলমকে এগিয়ে দেন শ্রীকৃন্তন। প্রথমার্ধের অ্যাডভেটাইমের স্লোর লাইন গোকুলমের পক্ষে ৩-১ হয়। তৃতীয় গোলটি নাওচার আত্মঘাতী। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের লিড নেয় গোকুলম কেরালা। ৪-১ গোলে এগিয়ে যায় গোকুলম। এরপরই অনবদ্য প্রত্যাবর্তন কেরালা রাষ্টার্সের। তাদের হয়ে গোল শোধ প্রবীর দাসের। ৫৪ মিনিটে গোলাট করেন প্রবীর। ৭৭ মিনিটে আরও একটি গোল শোধ করে কেরালা রাষ্টার্স। লুনার গোলে স্লোরলইন ৬-৪ হয়। ম্যাচের তখনও অনেক সময় বাকি। মনে হয়েছিল কেরালা রাষ্টার্স হয়তো এখান থেকেও ঘুরে দাঁড়াতে পারে। সুযোগ তৈরি হলেও স্লোরলইনে বদল হয়নি। ঘরের মাঠে গোল করেও জেতা হল না প্রবীরের।

স্টোকসকে ফেরাতে মরিয়া ব্রিটিশরা

লন্ডন, ১৩ আগস্ট : অবসরে যাওয়া বেন স্টোকসকে ওয়ানডে ক্রিকেটে ফেরাতে চায় ইংল্যান্ড। এমন ইঙ্গিত দিয়ে দলের প্রধান কোচ ম্যাথু মট জানিয়েছেন, অবসর ভেঙে আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অলরাউন্ডার বেন স্টোকসকে খেলার জন্য অনুরোধ করবেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জশ বাটলার। বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে স্টোকসকে বিশ্বকাপ দলে পেতে আগ্রহী বলেও জানান তিনি। ২০২২ সালের জুলাইয়ে ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসর নেন স্টোকস। এরপর টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে মনোযোগী হন তিনি। স্টোকস জানিয়েছিলেন, একত্রে তিন ফরম্যাটে খেলতে অস্বস্তিবোধ করছেন। কিন্তু স্টোকস একজন বড় ম্যাচের খেলোয়াড়। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই প্রমান দিয়েছেন তিনি।



এজন্য ভারতের মাটিতে আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রেখেছিলেন মট। দলে তার থাকাটাই অনেক বড় কিছু বলে মনে করেন তিনি। মট বলেন, পুরো অধিনায়ক বাটলার। স্টোকস বেংলিং না করলেও, বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই তাকে দলে চান। মট বলেন, সন্তবত এই যোগাযোগের নেতৃত্ব দেবেন বাটলার। কিন্তু মেনের মাঠে আমাদের সবারই সরাসরি কথা হয়। আমরা দেখবো সে আগ্রহী কিনা। সে

কি করবে এ ব্যাপারে এখনও স্পষ্ট কোন ধারণা আমাদের নেই। আমরা এখনও আশাবাদী। আমি সবসময় বলেছি, তার বোলিং আমাদের জন্য বোনাস। তবে শুধুমাত্র ব্যাট হাতে কিংবা মাঠে সে কি করতে পারে সেটা লক্ষ্য করন। গত মাসে শেষ হওয়া অ্যাশেজ সিরিজে স্টোকসকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন মট। দলে তার থাকাটাই অনেক বড় কিছু বলে মনে করেন তিনি। মট বলেন, পুরো পারফরমেন্স করে আসছে তারা। তাকে দেখেছি। তার উপস্থিতি দলের জন্য অসাধারণ। অনেক বছর ধরে ওয়ানডে ক্রিকেটে পারফর্ম করে আসছে। এজন্য দেবেন বাটলার। কিন্তু মেনের মাঠে ইংল্যান্ডের হয়ে ১০৫ ওয়ানডেতে ৬টি সেঞ্চুরি ও ২১টি হাফ সেঞ্চুরিতে

২৯২৪ রান করেছেন স্টোকস। বল হাতে ৭৪টি উইকেট নেন তিনি। অ্যাশেজে ব্যাট হাতে দারুন ছন্দে ছিলেন স্টোকস। পাঁচ টেস্টে ১টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ সেঞ্চুরিতে ৪০৫ রান করেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ ২-২ ড্রর পেছনে বড় অবদান ছিলো স্টোকসের। আগামী ১৫ আগস্ট বিশ্বকাপের দল ঘোষনা করতে পারে ইংল্যান্ড। গত কয়েক বছর ধরে ওয়ানডেতে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে আসছে তারা। আগামী বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবীদার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। সুচি অনুযায়ী, ৫ অক্টোবর বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে ইংল্যান্ড।



সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now

GET IT ON Google Play



ডাউনলোড করতে ক্ল্যাক করুন